সূরা মুজাদালাহ্ মাদানী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ২২ রুকূ ঃ ৩

① قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ

১। ক্বাদ্ সামি'আল্লা-হু ক্বাওলাল্ লাতী তুজ্বা-দিলুকা ফী যাওজিহা- ওয়া তাশ্তাকী~ইলাল্লা-হি,

(১) নিশ্চয়ই আল্লাহ সে নারীর কথা শুনেছেন, যে আপনার সাথে নিজ স্বামীর ব্যাপারে বাকবিতণ্ডা করতেছিল এবং আল্লাহর নিকটও ফরিয়াদ করতেছিল,

وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ② اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ

ওয়াল্লা-হু ইয়াস্মা'উ তাহা-উরাকুমা-; ইন্নাল্লা-হা সামী'উম বাছীর। ২। আল্লাযীনা ইউজা-হিরূনা মিন্কুম মিন্

আল্লাহ শোনেন তোমাদের পরস্পরের আলাপ-আলোচনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শ্রবণকারী (ও) দর্শনকারী। (২) তোমাদের মধ্যে যারা নিজ স্ত্রীদের সাথে

نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۖ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـئِىْ وَلَدْنَهُمْ ۖ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ

নিসা—ইহিম মা-হুন্না উম্মাহা-তিহিম ; ইন্ উম্মাহা-তুহুম ইল্লাল্ লা—ঈ ওয়ালাদ্নাহুম ; ওয়া ইন্নাহুম লাইয়াকুলূনা

যিহার (মায়ের সাথে তুলনা) করে, তাতে সে তাদের (প্রকৃত) মা হয়ে যায় না। তাদের মা তো তারাই, যাঁরা তাদেরকে প্রসব করেছে। তারা এক

مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۖ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ③ وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ

মুন্কারাম্ মিনাল ক্বাওলি ওয়াযূরা- ; ওয়া ইন্নাল্লা-হা লা'আফুওউন্ গাফূর। ৩। ওয়াল্লাযীনা ইউজা-হিরূনা মিন্

অযৌক্তিক এবং মিথ্যা কথাই বলে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৩) যে ব্যক্তি তার নিজ স্ত্রীর সাথে যিহার করে,

نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۖ ذٰلِكُمْ

নিসা—ইহিম ছুম্মা ইয়া'উদূনা লিমা- ক্বা-লূ ফাতাহ্রীরু রাক্বাবাতিম্ মিন্ ক্বাব্লি আঁই ইয়াতামা—স্সা- ; যা-লিকুম

অতঃপর যা বলেছিল তা থেকে প্রত্যাহার করে, তবে তাদের কাজ হল, একটি ক্রীতদাস আজাদ করে দিবে, পরস্পরে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বেই;

تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ④ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

তূ'আজূনা বিহী ; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা খাবীর। ৪। ফামাল্ লাম্ ইয়াজ্বিদ্ ফাস্বিয়া-মু শাহ্রাইনি

এর দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন। (৪) যে এ কাজ করার ক্ষমতা রাখে না, তবে সে যেন

مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۖ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۖ ذٰلِكَ

মুতাতা-বি'আইনি মিন ক্বাব্লি আঁই ইয়াতামা—স্সা- ; ফামাল্ লাম্ ইয়াস্তাত্বি' ফাইত্ব'আ-মু সিত্তীনা মিস্কীনান ; যা-লিকা

একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে ধারাবাহিকভাবে দু' মাস রোজা রাখে; যে তারও ক্ষমতা রাখে না, সে যেন ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খানা খাওয়ায়; এ নির্দেশ এ কারণে যে,

○ শানে নুযূল (আঃ ১) ঃ قد سمع الله - ইসলামের পূর্বে নিয়ম ছিল যে, কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে একথা বলে যে, "তুমি আমার মা" তবে এতে সারা জীবনের জন্য সে স্ত্রী তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সে স্ত্রীগণের কোনই ব্যবস্থা ছিল না। রাসূলের (স) সময় একজন মুসলমান আওস বিন সামিত (রা) তাঁর স্ত্রী খাওলাকে, উপরোক্ত কথাই বলেছিল। স্ত্রী পেরেশান হয়ে রাসূলের (স) কাছে হাজির হন এবং ঘটনা বর্ণনা করেন। হুযুর (স) বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বিশেষ কোন বিধান নাযিল করেননি। তবে আমার ধারণায়, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছ। এখন তোমরা কিভাবে দাম্পত্য জীবন যাপন করবে। সে মহিলা বিভিন্ন অভিযোগ এবং সমস্যার কথা তুলে ধরল এবং হুযুর (স)-এর সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল। সে মহিলা এক পর্যায়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী তালাক দেয়ার উদ্দেশ্যে একথা বলেনি। মহিলা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। অবশেষে আল্লাহর দরবারে মহিলা মুনাজাত করে, হে আল্লাহ! তুমি তোমার নবীর মাধ্যমে আমার এ সমস্যাটির সমাধান করে দাও। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (তাঃ ওসমানী)

لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

লিতু'মিনূ বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ; ওয়া তিল্কা হুদূদুল্লা-হি ; ওয়া লিল্কা-ফিরীনা 'আযা-বুন আলীম।
যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। এটাই আল্লাহর নির্ধারিত সীমা (বিধান)। কাফিরদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

৫। ইন্নাল্লাযীনা ইউহা—দ্দূনাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ কুবিতূ কামা- কুবিতাল লাযীনা মিন্ ক্বাবলিহিম
(৫) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের অপদস্ত করা হবে, যেভাবে অপদস্ত করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তী (বিরুদ্ধাচারী)-দেরকে।

وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ

ওয়া ক্বাদ্ আন্যাল্না~আ-য়া-তিম্ বায়্যিনা-তিন ; ওয়া লিল্কা-ফিরীনা 'আযা-বুম্ মুহীন। ৬। ইয়াওমা ইয়াব্'আছুহুমুল্লা-হু
আমি অবতীর্ণ করেছি সু-স্পষ্ট আয়াতসমূহ। কাফিরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (৬) যেদিন, আল্লাহ (কিয়ামতে) তাদের সবকে ওঠাবেন সেদিন এবং

جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

জ্বামী'আন ফাইউনাব্বিউহুম বিমা- 'আমিলূ ; আহ্ছা-হুল্লা-হু ওয়া নাসূহু ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ্।
তাদেরকে তাদের (পৃথিবীর) কৃতকর্মের কথা জানাবেন। আল্লাহ সব কিছুর হিসাব করে রেখেছেন, যদিও তারা ভুলে গেছে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ের ওপর সাক্ষী রয়েছেন।

ع ৩ ১ রুকূ

۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى

৭। আলাম্ তারা আন্নাল লা-হা ইয়া'লামু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল্ আর্দ্বি ; মা- ইয়াকূনু মিন্ নাজ্ওয়া-
(৭) (হে মানুষ!) তুমি কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সে বিষয়ে আল্লাহ অবগত আছেন। কোথাও এমন তিনজন পরামর্শ হয় না

ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ

ছালা-ছাতিন ইল্লা-হুওয়া রা-বি'উহুম ওয়ালা- খাম্সাতিন ইল্লা- হুওয়া সা-দিসুহুম ওয়ালা~আদ্না- মিন্ যা-লিকা
যেখানে চতুর্থজন হিসাবে তিনি থাকেন না, এবং পাঁচজনের (পরামর্শ) হয় না, যেখানে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে (সংখ্যায়) কম হোক

وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

ওয়ালা~আক্ছারা ইল্লা- হুওয়া মা'আহুম আইনা মা- কা-নূ, ছুম্মা ইউনাব্বিউহুম বিমা- 'আমিলূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ;
এবং বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকনা কেন, আল্লাহ তাদের সাথেই রয়েছেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মগুলো জানিয়ে দিবেন।

اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ

ইন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়িন 'আলীম। ৮। আলাম তারা ইলাল্লাযীনা নুহূ 'আনিন্ নাজ্ওয়া- ছুম্মা ইয়া'উদূনা
নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। (৮) আপনি কি তাদেরকে দেখেন না যে, যাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, গোপন পরামর্শ করতে, এরপরেও তারা সে (কাজ)গুলো

✪ মাসআলা ঃ (ক) যেহার করা গুনাহ্। কেউ কেউ বলেন, এটা গুনাহে কবীরা। (খ) যেহারকৃতা স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম নয়। যেহার করা মাত্র কাফ্ফারা ওয়াজেব হয়, কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত উক্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস কিংবা তৎপ্রতি আকর্ষণীয় কাজ হারাম। (গ) যেহার করার পর কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হলে কাফ্ফারা নেই, শুধু তওবাই যথেষ্ট। (বঃ কোঃ)

✪ শানে নুযূল (আঃ ৮) ঃ ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু মুসলমান দেখা মাত্র ইহুদীরা অশান্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিজেরা পরস্পর কানাঘুষা আরম্ভ করে দিত। তখন মুসলমান মনে করত, তারাই ক্ষতি সাধনের পরামর্শ করছে। হুযূর (স) ইহুদীগণকে এরূপ করতে নিষেধ করেন; কিন্তু তারা বিরত হল না। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)

لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۖ وَإِذَا

লিমা- নুহূ 'আনহু ওয়া ইয়াতানা-জ্বাওনা বিল্ইছ্মি ওয়াল 'উদ্ওয়া-নি ওয়া মা'ছিয়াতির্ রাসূলি, ওয়া ইযা-

পুনরায় করে, যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং তারা গোপন পরামর্শ করে, পাপ কাজের, শত্রুতার এবং রাসূলের নাফরমানীর ব্যাপারে। আর যখন তারা

جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا

জ্বা—উকা হ্বাইয়্যাওকা বিমা- লাম ইউহ্বাইয়্যিকা বিহিল্লা-হু ওয়া ইয়াকূলূনা ফী~আন্ফুসিহিম লাওলা-

আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন বাক্য দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করে, যা দ্বারা আল্লাহ আপনাকে সম্মান জ্ঞাপন করেননি। তারা মনে মনে বলে, আমরা যা

يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ۭ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ يٰٓأَيُّهَا

ইউ'আযযিবূনাল্লা-হু বিমা- নাকূলু ; হ্বাস্বুহুম জ্বাহান্নামু, ইয়াস্বলাওনাহা-, ফাবি'সাল মাস্বীর। ৯। ইয়া~আয়্যুহাল্

বলি, তার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে কেন শাস্তি দেন না? তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, তারা তাতে প্রবেশ করবে, কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল। (৯) হে মুমিনগণ!

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ

লাযীনা আ-মানূ~ইযা- তানা-জ্বাইতুম ফালা-তাতানা-জ্বাও বিল্ইছ্মি ওয়াল্ 'উদওয়া-নি ওয়া মা'স্বিয়াতির্ রাসূলি

যখন তোমরা গোপন পরামর্শ করবে, তখন তোমরা পাপ বিষয়ক শত্রুতামূলক এবং রাসূলের নাফরমানী সম্পর্কিত কোন গোপন যুক্তি (পরামর্শ) করবে না।

وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

ওয়া তানা-জ্বাও বিল্বিররি ওয়াত্ তাক্বওয়া-; ওয়াত্তাকুল্লা-হাল লাযী~ইলাইহি তুহ্শারূন।

এবং তোমরা কল্যাণের কথা এবং পরহেজগারীর কথা বলবে এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমাদের সমবেত হতে হবে।

۝١٠ إِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْئًا

১০। ইন্নামান্ নাজ্ওয়া- মিনাশ্ শাইত্বা-নি লিইয়াহ্যুনাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া লাইসা বিদ্বা—রিরিহিম শাইআন্

(১০) এ গোপন পরামর্শ একমাত্র শয়তানের কাজ, মুমিনগণকে পেরেশানী করার জন্য। তবে (এর দ্বারা) শয়তান

إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١١ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا

ইল্লা- বিইযনিল্লা-হি ; ওয়া 'আলাল্লা-হি ফাল্ইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনূন। ১১। ইয়া~আয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ~ইযা-

আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। মুমিনগণের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। (১১) হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে,

قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيْلَ

ক্বীলা লাকুম তাফাস্সাহূ ফিল্ মাজ্বা-লিসি ফাফ্সাহূ ইয়াফ্সাহিল্লা-হু লাকুম, ওয়া ইযা- ক্বীলান্

মজলিসে জায়গা (প্রশস্ত) করে বস, তখন তোমরা জায়গা করে নাও, আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন। আর যখন বলা হয়

✪ টীকা (আঃ ৮) ঃ ইহুদীরা হুযূর (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে "আস্সালামু আলাইকুম"-এর স্থলে "আস্সামু-আলাইকুম" অর্থাৎ, "আপনার মৃত্যু হোক" বলে সালাম করত। এ বাক্যটিতে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (বঃ কোঃ)

✪ শানে নুযূল (আঃ ১১) ঃ এক সময়ে হুযূর (স) মসজিদের বারান্দায় অবস্থান করছিলেন, মজলিসে বহু লোক ছিল। এমন সময় কতিপয় বদরী সাহাবী আসলেন, মজলিসের লোকেরা ঘনিয়ে না বসায় তাঁদের স্থান হল না, তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন। তা দেখে হুযূর (স) নাম ধরে কয়েকজন লোককে মজলিস ত্যাগ করতে বললেন। মুনাফেকরা সুযোগ পেয়ে টিপ্পনি কাটল, তা কেমন বিচার! হুযূর (স) বললেন, যারা নিজের ভাইদের জন্য স্থান ছেড়ে দেবে, আল্লাহ্ তাদেরকে রহম করবেন। এ সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)

انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

শুযূ ফানশুযূ ইয়ারফা'ইল্লা-হুল্ লাযীনা আ-মানূ মিন্‌কুম ওয়াল্লাযীনা উতুল্ 'ইল্‌মা

তোমরা ওঠে দাঁড়াও, তোমরা ওঠে দাঁড়াবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান রাখে এবং যাদেরকে (দ্বীন সম্পর্কিত) জ্ঞান দান করা হয়েছে,

دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٢﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ

দ্বারাজ্বা-তিন ; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা খাবীর । ১২ । ইয়া~আয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ~ইযা- না-জ্বাইতুমুর

আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন। (১২) হে মুমিনগণ! যখন তোমরা

الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ

রাসূলা ফাক্বাদ্দিমূ বাইনা ইয়াদাই নাজ্‌ওয়া-কুম স্বাদাক্বাতান ; যা-লিকা খাইরুল্লাকুম ওয়া আত্বহারু

রাসূলের সাথে গোপনে কথা বলতে ইচ্ছা কর, তখন কথা বলার পূর্বে সদকা কর, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং পবিত্রতর,

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٣﴾ ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ

ফাইল্ লাম তাজ্বিদূ ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম । ১৩ । আ আশ্‌ফাক্বতুম আন্ তুক্বাদ্দিমূ বাইনা ইয়াদাই

যদি তোমরা তাতে অপারগ হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল (ও) দয়াবান। (১৩) তোমরা কি ভয় পাচ্ছ, (রাসূলের সাথে) পরামর্শের পূর্বে সদকা করতে?

نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا

নাজ্‌ওয়া-কুম স্বাদাক্বা-তিন ; ফাইয্ লাম তাফ'আলূ ওয়া তা-বাল্লা-হু 'আলাইকুম ফাআক্বীমুস্ব স্বালা-তা ওয়া আ-তুয্

যখন তোমরা তা করতে পারলে না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন, অতএব তোমরা নামাজ কায়েম কর,

الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى

যাকা-তা ওয়া আত্বী'উল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ; ওয়াল্লা-হু খাবীরুম বিমা-তা'মালূন । ১৪ । আলাম্ তারা ইলাল

যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মগুলো ভালোভাবে জানেন। (১৪) আপনি কি

الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ

লাযীনা তাওয়াল্লাও ক্বাওমান গাদ্বিবাল্লা-হু 'আলাইহিম ; মা- হুম মিন্‌কুম ওয়ালা- মিন্‌হুম ওয়া ইয়াহ্লিফূনা

তাদেরকে দেখেননা, যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট? ওরা আপনাদের দলেরও নয় আর তাদের দলেও নয় এবং ওরা

عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٥﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا

'আলাল্ কাযিবি ওয়া হুম ইয়া'লামূন । ১৫ । আ'আদ্দাল্লা-হু লাহুম 'আযা-বান্ শাদীদান ; ইন্নাহুম সা—আ মা-

বুঝে-শুনে মিথ্যা শপথ করে। (১৫) আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন কঠোর শাস্তি; তাদের কৃত কাজগুলো কতইনা

○ শানে নুযূল (আঃ ১২) ঃ ইহুদী ও মুনাফেকরা সাধারণ মুসলমানদের মনে কষ্ট প্রদানের এবং হুযূর (স)-এর নিকট নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হুযূর (স)-এর দরবারে দীর্ঘালাপ জুড়ে দিত। হুযূর (স) এটা পছন্দ করতেন না। এদিকে মুসলমানদের মনেও কষ্ট হত। আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াতটি নাযিল করে আলাপকারীদের উপর ছদকা ধার্য করে দিলেন। (বঃ কোঃ) ○ শানে নুযূল (আঃ ১৩) ঃ ছদকা ধার্য হওয়ার পর ইহুদী ও মুনাফেকরা অর্থের মমতায় হুযূর (স)-এর সাথে দীর্ঘালাপ বন্ধ করে দিল, আবার অর্থাভাবে অনেক মুসলমান অতি প্রয়োজনীয় আলাপ হতেও নিবৃত্ত রইল। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ১৩) ঃ অর্থাৎ, উক্ত [illegible] রহিত করে ক্ষমা করলেন, কেননা এ ব্যবস্থা দ্বারা রাসূলুল্লাহর (স) মনে কষ্ট দেয়া বন্ধ করাই ছিল উদ্দেশ্য, আর নির্দেশের ফলে তা বন্ধ হয়েছিল। (বঃ কোঃ)

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ

কা-নূ ইয়া'মালূন। ১৬। ইত্তাখাযূ~আইমা-নাহুম জুন্নাতান্ ফাস্বাদ্দূ 'আন সাবীলিল্লা-হি ফালাহুম 'আযা-বুম্

নিকৃষ্ট। (১৬) তারা তাদের (মিথ্যা) শপথগুলো ঢাল হিসেবে গ্রহণ করে, অতঃপর তারা বাধা দেয় আল্লাহর রাস্তা থেকে, তাদের জন্য রয়েছে

مُّهِينٌ ﴿١٧﴾ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ

মুহীন। ১৭। লান তুগ্নিয়া 'আন্হুম আম্ওয়া-লুহুম ওয়ালা~আওলা-দুহুম্ মিনাল্লা-হি শাইআন ; উলা—ইকা

অপমানজনক শাস্তি। (১৭) আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনই উপকারে আসবে না। তারাই (পরকালে হবে)

أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٨﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا

আস্বহা-বুন না-রি ; হুম ফীহা- খা-লিদূন। ১৮। ইয়াওমা ইয়াব্'আছুহুমুল্লা-হু জামী'আন্ ফাইয়াহ্লিফূনা লাহূ কামা-

জাহান্নামবাসী, যেখানে তারা চিরকাল পড়ে থাকবে। (১৮) যেদিন আল্লাহ তাদের সবকে একত্রিত করবেন, সেদিন তারা পশথ করবে তাঁর সামনে যেভাবে

يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝

ইয়াহ্লিফূনা লাকুম ওয়া ইয়াহ্সাবূনা আন্নাহুম 'আলা- শাইয়িন ; আলা~ইন্নাহুম- হুমুল কা-যিবূন।

তোমাদের সামনে শপথ করে, তারা ধারণা রাখে যে, তারা এর দ্বারা উপকৃত হবে। জেনে রাখ! তারাই (প্রকৃত) মিথ্যাবাদী।

﴿١٩﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ

১৯। ইস্তাহ্ওয়াযা 'আলাইহিমুশ শাইত্বা-নু ফাআন্সা-হুম যিক্রাল্লা-হি ; উলা—ইকা হিয্বুশ শাইত্বা-নি ;

(১৯) তাদেরকে বশীভূত করেছে শয়তান. অতঃপর তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ করা ভুলিয়ে দিয়েছে; তারা হল শয়তানের দল;

أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

আলা~ইন্না হিয্বাশ শাইত্বা-নি হুমুল্ খা-সিরূন। ২০। ইন্নাল্লাযীনা ইউহা—দ্দূনাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ~

নিশ্চয়ই শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত। (২০) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে অধিক অপমানিত

أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢١﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

উলা—ইকা ফিল্ আযাল্লীন। ২১। কাতাবাল্লা-হু ল আগ্লিবান্না আনা- ওয়া রুসুলী ; ইন্নাল্লা-হা ক্বাওয়িয়্যুন

(ব্যক্তিদের) অন্তর্ভুক্ত। (২১) আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন যে, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা শক্তিশালী

عَزِيزٌ ﴿٢٢﴾ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ

'আযীয্। ২২। লা- তাজিদু ক্বাওমাই ইউ'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি ইউওয়া—দ্দূনা মান হা—দ্দাল্লা-হা

ও প্রতাপশালী। (২২) আপনি (দেখতে) পাবেন না এমন লোকদেরকে. যারা বিশ্বাস রাখে আল্লাহ ও পরকাল দিবসে, যে তারা আল্লাহ

وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ

ওয়া রাসূলাহূ ওয়া লাও কা-নূ~আ-বা—আহুম আও আব্না—আহুম আও ইখ্ওয়া-নাহুম আও 'আশীরাতাহুম ;

ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে, যদিও হোকনা এই বিরুদ্ধচারীরা, তাদের পিতা অথবা তাদের সন্তান-সন্ততি অথবা তাদের ভাই, বা তাদের গোত্রীয় লোক।

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ

উলা—ইকা কাতাবা ফী কুলূবিহিমুল্ ঈমা-না ওয়া আইয়্যাদাহুম্ বিরূহিম মিন্হু ; ওয়া ইউদ্খিলুহুম

এসব ব্যক্তিদের অন্তরে আল্লাহ ঈমানকে মজবুত করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে সাহায্য করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে, রূহ (হিদায়াত) দ্বারা এবং

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

জ্বান্না-তিন তাজ্বরী মিন তাহ্তিহাল আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা- ; রাদ্বিআল্লা-হু 'আন্হুম

তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তারা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে; আল্লাহ তাদের

وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ع ৩ রুকু

ওয়া রাদ্বূ 'আন্হু ; উলা—ইকা হিয্বুল্লা-হি ; আলা~ইন্না হিয্বাল্লা-হি হুমুল মুফ্লিহূন।

প্রতি খুশী থাকবেন তারাও আল্লাহর (খুশীতে) আনন্দিত। আর এরাই হচ্ছে, আল্লাহর দল, নিশ্চয়ই আল্লাহর দল সফল হবেই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٢ هُوَ

১। সাব্বাহা লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল আরদ্বি, ওয়া হুওয়াল 'আযীযুল হাকীম। ২। হুওয়াল

(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব (সৃষ্টি)-ই আল্লাহর তাসবীহ (পবিত্রতা) বর্ণনা করে, তিনি (আল্লাহ) মহা প্রভাবশালী এবং বিজ্ঞ। (২) তিনিই

الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ

লাযী~আখরাজাল্ লাযীনা কাফারূ মিন্ আহ্‌লিল কিতা-বি মিন্ দিয়া-রিহিম লিআওয়্যালিল্ হাশরি ;

মহান (আল্লাহ), যিনি কিতাবীগণের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে তাদের বসবাসের স্থান হতে প্রথম বারই জড়ো করে, বের করে দিয়েছিলেন।

مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَأَتٰهُمُ اللّٰهُ

মা- জানান্তুম আই ইয়াখরুজু ওয়া জান্নূ~আন্নাহুম মা- নি'আতুহুম হুছূনুহুম মিনাল্লা-হি ফাআতা-হুমুল্লা-হু

তোমরা ধারণা করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের দুর্গ তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করবে. কিন্তু তাদের ওপর আল্লাহর

مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ

মিন হাইছু লাম ইয়াহ্‌তাসিবূ ওয়া ক্বাযাফা ফী কুলূবিহিমুর রু'বা ইউখরিবূনা বুইয়ূতাহুম

শাস্তি এমন স্থান হতে এসে পড়ল, যা তারা কল্পনাও করেনি। তা (শাস্তি) তাদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। তারা বিধ্বংস করল তাদের আবাসস্থলগুলো

بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاعْتَبِرُوا يٰأُولِي الْأَبْصٰرِ ٣ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ

বিআইদীহিম ওয়া আইদিল মু'মিনীনা, ফা'তাবিরূ ইয়া~উলিল আব্‌স্বা-র। ৩। ওয়া লাওলা~আন্ কাতাবাল

তাদের নিজ হাতে এবং মুমিনগণের হাতেও। সুতরাং হে দৃষ্টিমান লোকেরা! (এর থেকে) তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৩) যদি আল্লাহ তাদের

اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ○

লা-হু 'আলাইহিমুল জ্বালা—আ লা'আয্‌যাবাহুম ফিদ্দুনইয়া-; ওয়া লাহুম ফিল্ আ-খিরাতি 'আযা-বুন না-র।

ব্যাপারে নির্বাসনকে নির্ধারণ না করতেন, তবে অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতেই অন্য শাস্তি দিতেন এবং পরকালে রয়েছে তাদের জন্য অগ্নির শাস্তি।

٤ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَمَنْ يُشَاقِّ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ

৪। যা-লিকা বিআন্নাহুম শা—ক্কুল্লা-হা ওয়া রাসূলাহু, ওয়া মাই ইউশা—ক্কিল্লা-হা ফাইন্নাল্লা-হা শাদীদুল

(৪) এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং যে আল্লাহর বিরোধিতা করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে

الْعِقَابِ ٥ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ

'ইক্বা-ব। ৫। মা- ক্বাত্বা'তুম মিল্ লীনাতিন্ আও তারাক্‌তুমূহা- ক্বা—ইমাতান 'আলা~উস্বূলিহা- ফাবিইযনিল লা-হি

খুবই কঠোর। (৫) তোমরা যে খেজুর বৃক্ষ (গুলো) কেটেছ, অথবা যা তার শিকড়ের ওপর দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে এসেছ, তা আল্লাহর আদেশেই হয়েছে, এটা

وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِينَ ٦ وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ

ওয়া লিইউখ্‌যিয়াল ফা-সিক্বীন। ৬। ওয়ামা~আফা—আল্লা-হু 'আলা- রাসূলিহী মিনহুম ফামা~আওজ্বাফতুম 'আলাইহি

এজন্য যে, আল্লাহ পাপিষ্ঠদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। (৬) আর তাদের থেকে যে মালামাল আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হস্তগত করিয়েছেন, সেজন্য তোমরা তাদের ওপর

مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

মিন খাইলিওঁ ওয়ালা- রিকা-বিওঁ ওয়ালা- কিন্নাল্লা-হা ইউসাল্লিত্বু রুসুলাহূ 'আলা- মাই ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন

(যুদ্ধের জন্য) কোন ঘোড়া বা উষ্ট্র ছুটাওনি, কিন্তু আল্লাহ ক্ষমতা প্রদান করেন তাঁর রাসূলকে যার ওপর ইচ্ছা, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহা

قَدِيرٌ ٧ مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي

ক্বাদীর। ৭। মা—আফা—আল্লা-হু 'আলা- রাসূলিহী মিন আহ্‌লিল কুরা- ফালিল্লা-হি ওয়া লিররাসূলি ওয়া লিযিল

ক্ষমতাবান। (৭) আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জনপদবাসীদের থেকে যে মালামাল দিয়েছেন, তা আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য,

○ **শানে নুযুল (আঃ ৫)** ঃ বনু নযীর গোত্রের দুর্গ অবরোধ কালে তাদের আত্মসমর্পণের জন্য তাদের বাগানগুলো নষ্ট করার অনুমতি থাকলেও কোন কোন মুসলমান এই মনে করে বাগান নষ্ট করেনি যে, এটা মুসলমানদেরই হবে; আর কেউ কেউ ইহুদীদের মনে কষ্ট দেওয়ার জন্য কাটিয়েছিল। এই আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন ঃ উভয় দলের কার্যই সঠিক ছিল। (বঃ কোঃ)

○ **শানে নুযুল (আঃ ৭)** ঃ খায়বর বিজয়ের পর "ফদক" নামক যমীনটি এবং বনু নযীরের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হুযূর (স) নিজ অধিকারে রাখলে কেউ কেউ বলল, "যমীনটি বণ্টন হল না কেন?" তখন এ আয়াতগুলো নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)

ওয়াকফুন নবী (সাঃ)

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ

কুরবা- ওয়াল ইয়াতা-মা- ওয়াল মাসা-কীনি ওয়াবনিস্ সাবীলি কাই লা- ইয়াকূনা দূলাতাম্ বাইনাল্

(রাসূলের) আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতীম ও মিসকীনের জন্য এবং মুসাফিরের জন্য, এটা এজন্য করেছেন যে, যাতে তোমাদের বিত্তবানদের হাতেই

الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۖ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ

আগ্নিয়া—ই মিন্কুম ; ওয়ামা~আ-তা-কুমুর রাসূলু ফাখুযূহু, ওয়ামা- নাহা-কুম 'আন্হু ফান্তাহূ,

এ মালগুলো ঘূর্ণায়মান না হয়; এবং তোমাদেরকে যা প্রদান করে রাসূল, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করে তা বর্জন কর,

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٨﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا

ওয়াত্তাকুল্লা-হা ; ইন্নাল্লা-হা শাদীদুল্ 'ইক্বা-ব্। ৮। লিল ফুক্বারা—ইল্ মুহা-জিরীনাল লাযীনা উখরিজূ

আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন। (৮) এ (প্রাপ্ত) মালামাল, সে দেশত্যাগী গরীবদের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি

مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ

মিন্ দিয়া-রিহিম ওয়া আমওয়া-লিহিম ইয়াব্তাগূনা ফাদ্বলাম্ মিনাল্লা-হি ওয়া রিদ্বওয়া-নাও ওয়া ইয়ান্স্বুরূনাল্লা-হা

এবং নিজেদের ধনসম্পদ হতে বিতাড়িত হয়েছে। তারা আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি কামনা করে, এবং আল্লাহ

وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ

ওয়া রাসূলাহূ ; উলা—ইকা হুমুস্ব স্বা-দিকূন। ৯। ওয়াল্লাযীনা তাবাওয়্যাউদ্ দা-রা ওয়াল্ ঈমা-না

ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। এরাইতো সত্যবাদী। (৯) আর যারা এ শহরে নিবাসী হয়েছে এবং ঈমান এনেছে মুহাজিরগণের

مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً

মিন্ ক্বাব্লিহিম ইউহিব্বূনা মান্ হা-জারা ইলাইহিম ওয়ালা- ইয়াজিদূনা ফী স্বুদূরিহিম হা-জাতাম্

আগমনের পূর্বেই তারা তাদের কাছে আগত মুহাজিরগণকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরগণকে যা দেয়া হয় তার জন্য তাদের অন্তরে কোন

مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ

মিম্মা~উতূ ওয়া ইউ'ছিরূনা 'আলা~আন্ফুসিহিম ওয়ালাও কা-না বিহিম খাস্বা-স্বাতুন ; ওয়া মাঁই ইউক্বা শুহ্হা

কামনা থাকে না, এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের চেয়েও প্রাধান্য দেয়, তারা অভাবী থাকা সত্ত্বেও। আর যে কার্পণ্য হতে

نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ

নাফ্সিহী ফাউলা—ইকা হুমুল মুফ্লিহূন। ১০। ওয়াল্লাযীনা জ্বা—উ মিম্ বা'দিহিম ইয়াকূলূনা

নিজেদেরকে বাঁচিয়েছে, তারাই ভাগ্যবান। (১০) যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا

রাব্বানাগ্ ফির্লানা- ওয়া লিইখ্ওয়া-নিনাল্ লাযীনা সাবাকূনা- বিল্ঈমা-নি ওয়ালা- তাজ্'আল্ ফী কুলূবিনা- গিল্লাল

প্রতিপালক! মাফ কর আমাদেরকে এবং আমাদের সে সব ভাইদেরকে, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে মুমিনগণের ব্যাপারে,

৩ ওয়াক্‌ফে লাযেম

১ ৫৯ ৪ রুকূ ৩ এক চতুর্থাংশ

لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١١﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا

লিল্লাযীনা আ-মানূ রাব্বানা~ইন্নাকা রাউফুর রাহীম। ১১। আলাম তারা ইলাল্লাযীনা না-ফাক্

শক্রতার সৃষ্টি করনা, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি দয়াময়, মেহেরবান। (১১) আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি, যারা তাদের কিতাবধারী

يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ

ইয়াকূলূনা লিইখ্ওয়া-নিহিমুল্ লাযীনা কাফারূ মিন আহ্লিল কিতা-বি লাইন উখ্রিজ্তুম লানাখ্রুজান্না

কাফির ভাইদেরকে বলে, যদি তোমরা (দেশ থেকে) বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হব এবং তোমাদের

مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ

মা'আকুম ওয়ালা- নুত্বী'উ ফীকুম আহ্বাদান্ আবাদাওঁ ওয়া ইন্ কূতিলতুম লানান্সুরান্নাকুম ; ওয়াল্লা-হু ইয়াশ্হাদু

ব্যাপারে আমরা কখনও কারো কথা মানবনা। আর যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হয় তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাহায্য করব; আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا

ইন্নাহুম লাকা-যিবূন। ১২। লাইন্ উখ্রিজূ লা- ইয়াখ্রুজূনা মা'আহুম, ওয়া লাইন কূতিলূ

যে, নিশ্চয়ই ওরা মিথ্যাবাদী। (১২) যদি তারা বহিষ্কৃত হয় তবে ওরা (মুনাফিকরা) তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না এবং তাদের সাথে যদি যুদ্ধ করা

لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٣﴾ لَأَنْتُمْ

লা- ইয়ানস্বুরূনাহুম, ওয়া লাইন নাস্বারূহুম লাইউওয়াল্লুন্নাল্ আদ্বা-রা, ছুম্মা লা- ইউনস্বারূন। ১৩। লাআন্তুম

হয়, তবে ওরা সাহায্যও করবে না এবং যদি সাহায্যের জন্য এগিয়েও আসে, তবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভেগে যাবে, তারা কোন সাহায্যই পাবে না। (১৩) অবশ্য তাদের

أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٤﴾ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ

আশাদ্দু রাহ্বাতান ফী স্বুদূরিহিম মিনাল লা-হি ; যা-লিকা বিআন্নাহুম ক্বাওমুল্ লা-ইয়াফ্ক্বাহূন। ১৪। লা-ইউক্বা-তিলূনাকুম

অন্তরে তোমাদের ভয় আল্লাহর ভয়ের চেয়েও বেশি। আর এটার কারণ এ যে, তারা এক অবুঝ (মূর্খ) সম্প্রদায়। (১৪) তারা তোমাদের

جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ

জ্বামী'আন ইল্লা- ফী কুরাম মুহ্বাস্বস্বানাতিন আও মিও ওয়ারা—ই জুদুরিন ; বা'সুহুম বাইনাহুম শাদীদুন ;

সাথে একত্রিত হয়ে কখনও যুদ্ধ করতে পারবে না, শুধু সুরক্ষিত (মজবুত) জনপদ অথবা প্রাচীরের আড়াল ব্যতীত তাদের নিজেদের মধ্যেই তীব্রতর যুদ্ধ।

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ

তাহ্সাবুহুম জ্বামী'আওঁ ওয়া কুলূবুহুম শাত্তা- ; যা-লিকা বিআন্নাহুম ক্বাওমুল লা- ইয়া'ক্বিলূন। ১৫। কামাছালিল্

আপনি তাদেরকে ধারণা করেন যে, তারা একত্রিত। কিন্তু তাদের অন্তরগুলোর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। এর কারণ, তারা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। (১৫) তাদের দৃষ্টান্ত

০ শানে নুযূল (আঃ ১১) ঃ হুযূর (স) বনু নযীরকে বলে পাঠালেন, তোমরা সন্ধি ভঙ্গ করেছ, দশ দিনের মধ্যে দেশ ত্যাগ কর, অন্যথায় হত্যা করা হবে। তারা দেশ ত্যাগে প্রস্তুত হয়ে গেল। মুনাফেকরা তাদেরকে বলে পাঠাল, তোমরা যেও না, আমরা দুই হাজার লোক তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। ইহুদীরা এই আশ্বাস পেয়ে হুযূর (স)-কে বলে পাঠালো, আমরা দেশ ত্যাগ করব না, আপনি যা পারেন করুন। হুযূর (স) সাহাবীদেরকে নিয়ে তাদের ওপর চড়াও হলেন। তারা দুর্গে আশ্রয় নিল। হুযূর (স) তাদের বেষ্টন করে তাদের বাগানগুলো পুড়িয়ে দিলেন, অগত্যা তারা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হল। মুনাফেকরা আত্মগোপন করে রইল, তাদের সাহায্যার্থে কোন মুনাফেকই অগ্রসর হল না। এ আয়াতগুলোতে তাই বর্ণিত হয়েছে। (বঃ কোঃ)

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٦﴾ كَمَثَلِ

লাযীনা মিন ক্বাবলিহিম ক্বারীবান যা-কূ ওয়া বা-লা আমরিহিম, ওয়া লাহুম 'আযা-বুন আলীম। ১৬। কামাছালিশ্
তারা, যারা তাদের ঠিক পূর্বক্ষণে তাদের নিজ কর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৬) তাদের (মুনাফিকদের)

الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ

শাইত্বা-নি ইয্ ক্বা-লা লিল্ ইন্সা-নিক্ফুর, ফালাম্মা- কাফারা ক্বা-লা ইন্নী বারী—উম মিন্কা ইন্নী~
দৃষ্টান্ত শয়তান যখন সে মানুষকে বলে তুমি কুফরী কর, অতঃপর যখন সে কুফরী করে, তখন সে (শয়তান) বলে, আমি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন, নিশ্চয়ই আমি

اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٧﴾ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ

আখা-ফুল্লা-হা রাব্বাল 'আ-লামীন। ১৭। ফাকা-না 'আ-ক্বিবাতাহুমা~আন্নাহুমা- ফিন্ না-রি খা-লিদাইনি
আল্লাহকে ভয় করি, যিনি সারাজাহানের প্রতিপালক। (১৭) ফলে উভয়ের পরিণাম (শাস্তি) হবে জাহান্নাম, যেখানে তারা চিরদিন পড়ে

فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ২ ع ৭ ৫ রুকু

ফীহা-; ওয়া যা-লিকা জ্বাযা—উজ জা-লিমীন। ১৮। ইয়া~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুত তাকুল্লা-হা ওয়াল্তান্জুর নাফ্সুম
থাকবে; এবং পাপিষ্ঠদের প্রতিফল এটাই। (১৮) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সবার চিন্তা করে দেখা উচিত যে, সে আগামী দিনের (কিয়ামতের)

مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا

মা- ক্বাদ্দামাত্ লিগাদিন, ওয়াত্ তাকুল্লা-হা ; ইন্নাল্লা-হা খাবীরুম বিমা- তা'মালূন। ১৯। ওয়ালা- তাকূনূ
জন্য কি পাঠিয়েছে; আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে খুবই অবগত। (১৯) তোমরা সে সব লোকদের

كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٢٠﴾ لَا يَسْتَوِيْٓ

কাল্লাযীনা নাসুল্লা-হা ফাআন্সা-হুম আন্ফুসাহুম ; উলা—ইকা হুমুল ফা-সিকূন। ২০। লা- ইয়াস্তাওয়ী~
মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলেছে, ফলে আল্লাহ ও তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্পর্কে ভুলিয়ে দিয়েছেন; আর এরাই হল পাপিষ্ঠ। (২০) কখনই

اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢١﴾ لَوْ اَنْزَلْنَا

আস্বহা-বুন্ না-রি ওয়া আস্বহা-বুল্ জ্বান্নাতি ; আস্বহা-বুল জ্বান্নাতি হুমুল ফা—ইযূন। ২১। লাও আন্যাল্না-
সমান নহে জাহান্নামবাসী এবং জান্নাতবাসী। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (২১) আমি যদি

هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ

হা-যাল্ কুরআ-না 'আলা- জ্বাবালিল্ লারাআইতাহূ খা-শি'আম্ মুতাস্বাদ্দি'আম্ মিন্ খাশইয়াতিল্লা-হি ; ওয়া তিল্কাল্
এ কু'আন অবতীর্ণ করতাম পাহাড়ের ওপর, তবে আপনি দেখতেন যে, আল্লাহর ভয়ে পাহাড় বিনয়ী হয়ে ফেটে যেত এবং এ

○ টীঃ। (আঃ ১৫) ঃ অর্থাৎ, বনু নযীর গোত্রের ইহুদীদের দৃষ্টান্ত তাদের পূর্ববর্তী 'বনু কাইনুকা' গোত্রের ইহুদীদের ন্যায়। কেননা, উভয় গোত্রই পৃথিবীতেও অপদস্থ হয়েছে এবং পরলোকেও যন্ত্রণাময় শাস্তি ভোগ করবে। বনু কাইনুকার ঘটনা এরূপ ঃ বদরের যুদ্ধের পরে তারা সন্ধি ভঙ্গ করে হুযূর (স)-এর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং পরাজিত হয়ে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়েছিল। অতঃপর তারা ফিলিস্তীনের দিকে নির্বাসিত হয়েছিল। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ১৬) ঃ আর মুনাফেকদের দৃষ্টান্ত শয়তানের ন্যায়। শয়তান যেমন মানুষকে প্ররোচিত করে, কিন্তু যথাসময়ে তারা কোন কাজে আসে না, অদ্রূপ মুনাফেকরাও প্রথমে বনু নযীর গোত্রকে কুপরামর্শ দিল, কিন্তু কাজের সময় তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। পরিণামে উভয়ে বিপদে পতিত হল। (বঃ কোঃ)

الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا

আম্‌ছা-লু নাদ্বরিবুহা- লিন্না-সি লা'আল্লাহুম ইয়াতাফাক্কারূন। ২২। হুওয়াল্লা-হুল্ লাযী লা~ইলা-হা ইল্লা-

দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য প্রকাশ করি, যাতে তারা চিন্তা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ

هُوَ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ

হুওয়া, 'আ-লিমুল্ গাইবি ওয়াশ্‌শাহা-দাতি, হুওয়ার্ রাহ্‌মা-নুর্ রাহীম। ২৩। হুওয়াল্লা-হুল্ লাযী লা~ইলা-হা

নেই, তিনি অদৃশ্য (বস্তু) ও প্রকাশ্য (বস্তুর) জ্ঞানী। তিনি করুণাময়, দয়ালু। (২৩) তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনিই

إِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ

ইল্লা- হুওয়া, আল্‌মালিকুল্ কুদ্দূসুস্ সালা-মুল্ মু'মিনুল মুহাইমিনুল্ 'আযীযুল্ জাব্বা-রুল্ মুতাকাব্বিরু ;

বাদশাহ, তিনিই (সব ত্রুটি হতে) পবিত্র, তিনিই শান্তি দাতা, তিনিই নিরাপত্তা প্রদানকারী, তিনিই রক্ষক। তিনিই মহা প্রভাবশালী, তিনিই শক্তিশালী, তিনি মর্যাদাবান।

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٤﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ

সুবহা-নাল্লাহি 'আম্মা- ইউশ্‌রিকূন। ২৪। হুওয়াল্লা-হুল্ খা-লিকুল্ বা-রিউল্ মুস্বাওয়্যিরু লাহুল্ আস্‌মা—উল

তিনি অতি পবিত্র, তারা (অবিশ্বাসীরা) যা শরীক করে, তা থেকে। (২৪) তিনিই আল্লাহ স্রষ্টা, সু-গঠনকারী, আকৃতি গঠনকারী। সুন্দর নামগুলো

৩ ৫৭ ৬ রুকূ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

হুস্‌না-; ইউসাব্বিহু লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি, ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম।

তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সবই তাঁর তাসবীহ (পবিত্রতা) বর্ণনা করে। তিনিই মহা প্রভাবশালী মহাবিজ্ঞ।

সূরা মুমতাহিনা মাদানী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ১৩ রুকূ ঃ ২

(١) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم

১। ইয়া~আয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা- তাত্তাখিযূ 'আদুওয়্যী ওয়া 'আদুওয়্যাকুম আওলিয়া—আ তুলকূনা ইলাইহিম

(১) হে মুমিনগণ! আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করনা, তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের জন্য প্রস্তাব পাঠাচ্ছো,

بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ ۖ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ

বিল্‌মাওয়াদ্দাতি ওয়া ক্বাদ্ কাফারূ বিমা- জা—আকুম মিনাল্ হাক্কি ; ইউখ্‌রিজূনার রাসূলা ওয়া ইয়্যা-কুম

অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য কুরআন এসে পৌছেছে, তা তারা অস্বীকার করেছে। রাসূলকে এবং তোমাদেরকে, (দেশ থেকে) বের করে দিয়েছে, কারণ,

أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ

আন্ তু'মিনূ বিল্লা-হি রাব্বিকুম ; ইন্ কুন্‌তুম খারাজ্‌তুম জ্বিহা-দান্ ফী- সাবীলী ওয়াব্ তিগা—আ

তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। যদি তোমরা আমার রাস্তায় বের হয়ে থাক, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এবং আমার

مَرْضَاتِى ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ ۚ

মারদ্বা-তী, তুসিররূনা ইলাইহিম বিল্‌মাওয়াদ্দাতি ওয়া আনা 'আলামু বিমা~আখ্‌ফাইতুম ওয়ামা ~আ'লান্‌তুম ;

সন্তুষ্টি কামনায়, তবে কেন গোপনে তাদের প্রতি বন্ধুত্বের প্রস্তাব পাঠাচ্ছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর সব কিছুই আমি জানি।

وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (٢) إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا۟ لَكُمْ

ওয়া মাই ইয়াফ্'আলহু মিন্‌কুম ফাক্বাদ্ দ্বাল্লা সাওয়া—আস্ সাবীল। ২। ই ইয়াছ্‌ক্বাফূকুম ইয়াকূনূ লাকুম

যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে এ ধরনের কাজ করবে, তবে সে সঠিক (সত্য) পথ হতে বিভ্রান্ত হয়। (২) যদি তারা তোমাদের নাগাল পায়, তবে

أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ

আ'দা—আওঁ ওয়া ইয়াব্‌সুতূ~ইলাইকুম আইদিয়াহুম ওয়া আল্‌সিনাতাহুম বিস্‌সূ—ই ওয়া ওয়াদ্দূ লাও তাক্‌ফুরূন।

তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং তাদের হাত এবং তাদের কথা দ্বারা তোমাদের ওপর নিপীড়ন চালাবে এবং কামনা করবে যে, তোমরাও কাফির হয়ে যাও।

(٣) لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ

৩। লান্ তান্‌ফা'আকুম আরহা-মুকুম ওয়ালা~আওলা-দুকুম, ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি, ইয়াফ্‌সিলু বাইনাকুম ; ওয়াল্লা-হু

(৩) তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোনই উপকারে আসবে না, আল্লাহ তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিবেন, তোমরা

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ ۚ

বিমা- তা'মালূনা বাসীর। ৪। ক্বাদ্ কা-নাত্ লাকুম উস্‌ওয়াতুন হাসানাতুন ফী~ইব্‌রা-হীমা ওয়াল্লাযীনা মা'আহূ,

যা কর তিনি তা দেখেন। (৪) ইব্রাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য (অনুকরণীয়) উত্তম নমুনা, যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলল,

إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ

ইয ক্বা-লূ লিক্বাওমিহিম ইন্না- বুরাআ—উ মিন্‌কুম ওয়া মিম্মা-তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি, কাফার্‌না- বিকুম

আমরা তোমাদের এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদাত কর তার থেকে বিচ্ছিন্ন (তাদের সাথে কোনই সম্পর্ক নেই)। আমরা তোমাদের অস্বীকারকারী,

وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

ওয়া বাদা- বাইনানা- ওয়া বাইনাকুমুল 'আদা-ওয়াতু ওয়াল্ বাগ্‌দা—উ আবাদান্ হাত্তা- তু'মিনূ বিল্লা-হি ওয়াহ্‌দাহূ~

আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে স্থায়ীভাবে স্পষ্ট হয়ে গেল শত্রুতা এবং বিদ্বেষ, যে পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আন।

إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ

ইল্লা- ক্বাওলা ইব্‌রা-হীমা লিআবীহি লাআস্তাগ্‌ফিরান্না লাকা ওয়ামা ~আম্‌লিকু লাকা মিনাল্লা-হি মিন্ শাইইন ;

কিন্তু ইব্রাহীমের কথা, তাঁর পিতা সম্পর্কে এভাবে ছিল যে, "আমি অবশ্যই তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। আর তোমার ব্যাপারে, আল্লাহর সামনে আমি কোনই ক্ষমতা রাখি না।

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝٥ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً

রাব্বানা-'আলাইকা তাওয়াক্কালনা- ওয়া ইলাইকা আনাব্না- ওয়া ইলাইকাল্ মাছীর। ৫। রাব্বানা- লা- তাজ্'আল্না- ফিত্নাতাল

হে আমার রব! আমি তো তোমার ওপরই ভরসা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি এবং তোমার দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন। (৫) হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে

لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٦ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ

লিল্লাযীনা কাফারূ ওয়াগ্ফিরলানা- রাব্বানা-, ইন্নাকা আন্তাল 'আযীযুল হাকীম। ৬। লাক্বাদ্ কা-না লাকুম

কাফিরদের মোকাবেলায় পরীক্ষা কর না, আমাদেরকে ক্ষমা কর, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি মহাশক্তিশালী বিজ্ঞ। (৬) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য

فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ

ফীহিম উসওয়াতুন হাসানাতুল লিমান কা-না ইয়ারজুল্লা-হা ওয়াল্ ইয়াওমাল্ আ-খিরা ; ওয়া মাই ইয়াতাওয়াল্লা ফাইন্নাল্লা-হা

তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকালের (দর্শনের) আশা রাখ, আর যে প্রত্যাখ্যান করবে, (সে জেনে রাখুন) নিশ্চয়ই আল্লাহ

১ ৫৬ ৭ রুকূ

هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝٧ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم

হুওয়াল গানিয়্যুল্ হামীদ্। ৭। 'আসাল্লা-হু আইঁ ইয়াজ্'আলা বাইনাকুম ওয়া বাইনাল্ লাযীনা 'আ-দাইতুম্;

অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (৭) হয়তো আল্লাহ তোমাদের মাঝে এবং তোমাদের শত্রুদের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন,

مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٨ لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ

মিন্হুম্ মাওয়াদ্দাতান ; ওয়াল্লা-হু ক্বাদীরুন ; ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহীম। ৮। লা- ইয়ান্হা-কুমুল্লা-হু 'আনিল্ লাযীনা

আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম। আল্লাহ ক্ষমাশীল (ও) দয়ালু। (৮) যারা তোমদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেনি

لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ

লাম ইউক্বা-তিলূকুম ফিদ্ দীনি ওয়া লাম্ ইউখ্রিজূকুম্ মিন্ দিয়া-রিকুম আন্ তাবাররূহুম

এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করেও দেয়নি, তাদের প্রতি উত্তম আচরণ ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে

وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝٩ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ

ওয়া তুক্বসিতূ~ইলাইহিম ; ইন্নাল্লা-হা ইউহিব্বুল মুক্বসিত্বীন। ৯। ইন্নামা- ইয়ান্হা-কুমুল্লা-হু 'আনিল্ লাযীনা

নিষেধ করেননি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন ন্যায় পরায়ণদেরকে। (৯) আল্লাহ তোমাদেরকে শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন,

قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن

ক্বা-তালূকুম ফিদ্ দীনি ওয়া আখ্রাজূকুম্ মিন্ দিয়া-রিকুম ওয়া জা-হারূ 'আলা~ইখ্রা-জিকুম আন্

যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি হতে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদের বের করার ব্যাপারে

○ **টীকা (আঃ ৫) ঃ** অর্থাৎ, আমার এমন অধিকার নাই যে, প্রার্থনা মঞ্জুর করে নিব। অথবা ঈমান আনয়ন না করা সত্ত্বেও তোমাকে শাস্তি হতে রক্ষা করব। মূলতঃ এ ক্ষমা প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য ছিল হেদায়াত প্রার্থনা করা। কাজেই এই হেদায়ত প্রার্থনা করার কারণেই ইবরাহীম (আ) কাফের পিতার সাথে সম্পর্ক রেখেছিলেন বলা যায় না। কেননা, হেদায়ত প্রার্থনা তো সকল কাফেরের জন্যই করা যায়। (বঃ কোঃ)

○ **টীকা (আঃ ৫) ঃ** অর্থাৎ আমাদের এ সম্পর্ক ছিন্নতার দরুন কাফেররা যেন আমাদের প্রতি অত্যাচার করতে না পারে। (বঃ কোঃ)

○ **টীকা (আঃ ৭) ঃ** অর্থাৎ, আল্লাহ তাদেরকে মুসলমান করে দিতে পারেন, যাতে বর্তমান শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়ে যেতে পারে। ফলতঃ মক্কা বিজয়ের দিন বহু লোক স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। (বঃ কোঃ)

تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

তাওয়াল্লাওহুম, ওয়া মাই ইয়াতাওয়াল্লাহুম ফাউলা—ইকা হুমুজ্ জা-লিমুন। ১০। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানু~ইযা-

সহায়তা করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব কায়েম করে, তারাতো মহাপাপী। (১০) হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের কাছে

جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ

জা—আকুমুল্ মু'মিনা-তু মুহা-জিরা-তিন্ ফামতাহিনূহুন্না ; আল্লা-হু আ'লামু বিঈমা-নিহিন্না, ফাইন

কোন মুমিন নারী দেশ ত্যাগ করে চলে আসে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও; আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন যদি

عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ

'আলিম্তুমূহুন্না মু'মিনা-তিন্ ফালা- তারজি'উহুন্না ইলাল্ কুফ্ফা-রি ; লা-হুন্না হিল্লুল্ লাহুম ওয়ালা-হুম

বুঝ যে, সে মুমিন, তবে তাদেরকে কাফিরের নিকট ফিরিয়ে দিবে না। এ (মুমিন) নারীগণ কাফিরের জন্য বৈধ নয় এবং সে কাফিরেরাও

يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا

ইয়াহিল্লূনা লাহুন্না ; ওয়া আ-তূহুম্ মা~আন্ফাকূ ; ওয়ালা- জুনা-হা 'আলাইকুম আন্ তান্কিহূহুন্না ইযা~

তাদের জন্য বৈধ নয়। এবং কাফিরদেরকে দিয়ে দাও তারা যা ব্যয় করেছে। তোমাদের জন্য তাদেরকে বিবাহ করা গুনাহ নয়, যদি

آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ

আ-তাইতুমূহুন্না উজূরাহুন্না; ওয়ালা- তুমসিকূ বি'ইস্বামিল্ কাওয়া-ফিরি ওয়াস্আলূ মা~আন্ফাক্বতুম

তোমরা তাদেরকে তাদের মহর দিয়ে দাও। তোমরা কাফির স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক কায়েম রেখনা। আর যা তোমরা ব্যয় করেছ তা চেয়ে নিবে

وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

ওয়ালইয়াস্আলূ মা~আন্ফাকূ ; যা-লিকুম হুকমুল্লা-হি ; ইয়াহ্কুমু বাইনাকুম ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন

এবং কাফিরেরা চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহর ফয়সালা। যা তিনি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী

حَكِيمٌ ﴿١١﴾ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا

হাকীম। ১১। ওয়া ইন্ ফা-তাকুম শাইউম্ মিন্ আয্ওয়া-জিকুম ইলাল্ কুফ্ফা-রি ফা'আ-ক্বাবতুম ফাআ-তুল্

প্রজ্ঞাময়। (১১) আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কাফিরের কাছে চলে যায় এবং তোমাদের যদি (প্রতিশোধ নেয়ার) সুযোগ

○ টীকা (আঃ ১০) ঃ হোদায়বিয়া সন্ধির একটি শর্ত ছিল এই যে, মুসলমানদের নিকট হতে কেউ কাফেরদের নিকট গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে না; পক্ষান্তরে কাফেরদের নিকট হতে কেউ মুসলমানদের কাছে আসলে তাকে ফিরায়ে দিতে হবে। কিন্তু এই শর্ত নারীদের প্রতি যে প্রযোজ্য নয়, তৎসম্পর্কে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে এতদসংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা সন্ধিশর্ত আংশিকভাবে প্রত্যাহৃত হয়েছে– ভঙ্গ করা হয় নাই। কারণ এতে প্রতিপক্ষের সম্মতি ছিল। আর প্রতিপক্ষের সম্মতি নিয়ে সন্ধির ব্যতিক্রম করলে সন্ধি ভঙ্গ হয় না। হোদায়বিয়ার সন্ধিতে মুসলমানদেরকে ফেরৎ দেয়ার একতরফা শর্ত মুসলমানদের পক্ষে প্রথমতঃ ক্ষতিকর মনে হলেও পরে দেখা গেল, তা কাফেরদের পক্ষ হতে বিপরীত হয়েছিল। কারণ ফেরৎযোগ্য মুসলমানগণ মদীনায়ও রইলেন না, মক্কায় গেলেন না– তাঁরা মাঝপথে এক জায়গায় বাস করতে লাগলেন এবং কাফেরদের চলাচলে দারুণ বিঘ্নের সৃষ্টি করলেন। এতে অতিষ্ট হয়ে কাফেরগণ হযরতের নিকট উক্ত শর্তটি প্রত্যাহারের আবেদন জানাতে বাধ্য হয়। (বুখারী)

○ শানে নুযূল (আঃ ১১) ঃ যখন পূর্ববর্তী আয়াতটি নাযিল হয়, তখন মুসলমানরা বলেন, আল্লাহ যেহুকুম দিয়েছেন, তাতে আমরা সকলে সন্তুষ্ট। এরপর তাঁদের মধ্যে যাদের অধীনে মুশরিক সত্রী ছিল, তাদেরকে তাঁরা ছেড়ে দেন। হযরত উমর (রা)-এর দুজন মুশরিক স্ত্রী মক্কায় ছিল। এ আয়াত নাযিল হলে তিনি তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। এরই পরপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (কুরতুবী)

الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

লাযীনা যাহাবাত্ আয্ওয়া-জুহুম মিছ্লা মা~আন্ফাক্বূ ; ওয়াত্তাক্বুল্লা-হাল্ লাযী~আন্তুম বিহী

আসে, তবে যাদের স্ত্রী চলে গেছে, তারা যত ব্যয় করেছে তার সম-পরিমাণ তাদেরকে দিয়ে দাও। আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা

مُؤْمِنُونَ (১১) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ

মু'মিনূন। ১২। ইয়া~আইয়্যুহান্ নাবিইয়্যু ইযা- জা—আকাল মু'মিনা-তু ইউবা-ই'নাকা 'আলা~আল্

ঈমান এনেছ। (১২) হে নবী! যখন কোন মুমিন নারী আপনার কাছে বয়াত করে, এ কথার ওপরে যে,

لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ

লা-ইউশ্রিক্না বিল্লা-হি শাইআওঁ ওয়ালা- ইয়াস্রিক্বনা ওয়ালা- ইয়ায্নীনা ওয়ালা- ইয়াক্বতুল্না আওলা-দাহুন্না

তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করবে না,

وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ

ওয়ালা- ইয়া'তীনা বিবুহ্তা-নিঈঁ ইয়াফ্তারীনাহূ বাইনা আইদীহিন্না ওয়া আর্জুলিহিন্না ওয়ালা- ইয়া'স্বীনাকা

তারা নিজেদের হাতগুলো ও পাগুলোর সম্মুখে মিথ্যা অপবাদ রটাবে না এবং নেক কাজে তোমার নাফরমানী করবে না,

فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

ফী মা'রূফিন ফাবা-ই'হুন্না ওয়াস্তাগ্ফির লাহুন্নাল্লা-হা ; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম।

তখন তাদের বয়াত করাবেন এবং তাদের জন্য (আল্লাহর দরবারে) ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল (ও) দয়াবান।

(১৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ

১৩। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাতাওয়াল্লাও ক্বাওমান্ গাদ্বিবাল্লা-হু 'আলাইহিম ক্বাদ্

(১৩) হে মুমিনগণ! তাদের সাথে বন্ধুত্ব করনা, যাদের প্রতি আল্লাহ (চরমভাবে) অসন্তুষ্ট। তারাতো

يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ۝

ইয়াইস্ মিনাল্ আ-খিরাতি কামা- ইয়াইসাল্ কুফ্ফা-রু মিন্ আস্বহা-বিল কুবূর।

পরকাল সম্পর্কে এমনভাবে নিরাশ হয়েছে, যেমন কাফিরেরা কবরবাসীদের থেকে নিরাশ হয়েছে।

২,১৭।৮ রুকু

সূরা ছাফ
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১৪
রুকূ ঃ ২

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١ يٰٓأَيُّهَا

১। সাব্বাহা লিল্লা-হি মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্ আরদ্বি, ওয়া হুওয়াল 'আযীযুল হাকীম। ২। ইয়া~আইয়্যুহাল্

(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর তাসবীহ বর্ণনা করে, তিনি (আল্লাহ) মহা প্রতাপশালী (ও) বিজ্ঞ। (২) হে

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٢ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا

লাযীনা আ-মানূ লিমা তাকূলূনা মা- লা- তাফ'আলূন। ৩। কাবুরা মাক্‌তান্ 'ইন্দাল্লা-হি আন্ তাকূলূ মা- লা-

মুমিনগণ! মুখ দিয়ে এমন কথা কেন বল, যা তোমরা (কার্যে পরিণত) করনা। (৩) আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা যা বল, তা

تَفْعَلُوْنَ ۝٣ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ

তাফ'আলূন। ৪। ইন্নাল্লা-হা ইউহিব্বুল্লাযীনা ইউক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিহী স্বাফ্‌ফান কাআন্নাহুম্ বুন্‌ইয়া-নুম

তোমরা করনা। (৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সব ব্যক্তিদের ভালোবাসেন, যারা সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, সীসা নির্মিত প্রাচীরের মত, দৃঢ়তার সাথে

مَرْصُوْصٌ ۝٤ وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ

মারস্বূস্ব। ৫। ওয়া ইয্ ক্বা-লা মূসা- লিক্বাওমিহী ইয়া-ক্বাওমি লিমা তু'যূনানী ওয়া ক্বাত্ তা'লামূনা

দাঁড়িয়ে। (৫) যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ, অথচ তোমরা জান যে, আমি

أَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوْا أَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي

আন্নী রাসূলুল্লা-হি ইলাইকুম ; ফালাম্মা- যা-গূ~আযা-গাল্লা-হু ক্বুলূবাহুম ; ওয়াল্লা-হু লা- ইয়াহ্‌দিল

তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে (নবী হিসেবে) প্রেরিত। অতঃপর যখন তারা বিচ্যুত হল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোকে বিচ্যুত করে দিলেন।

الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٥ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ إِنِّيْ

ক্বাওমাল ফা-সিক্বীন। ৬। ওয়া ইয্ ক্বা-লা 'ঈসাব্‌নু মারইয়ামা ইয়া-বানী~ইস্‌রা-ঈলা ইন্নী

আল্লাহ পাপিষ্ঠদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। (৬) যখন মরিয়ম পুত্র ঈসা বলল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট

رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ

রাসূলুল্লা-হি ইলাইকুম মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- বাইনা ইয়াদাইয়্যা মিনাত তাওরা-তি ওয়া মুবাশ্‌শিরাম বিরাসূলিই ইয়া'তী

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। আমার পূর্বে যে তাওরাত, তার আমি সত্যায়নকারী এবং আমি একজন রাসূলের সু-সংবাদ প্রদানকারী, যিনি আগমন

مِنْ بَعْدِي اسْمُهٗ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٦ وَمَنْ

মিম্ বা'দিস মুহু~আহ্‌মাদু ; ফালাম্মা- জ্বা—আহুম বিল বাইয়্যিনা-তি ক্বা-লূ হা-যা- সিহ্‌রুম্ মুবীন। ৭। ওয়া মান্

করবেন আমার পরে, তাঁর নাম আহমদ। যখন তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে আসল, তখন তারা বলল, এ তো প্রকাশ্য যাদু। (৭) তার চেয়ে

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰى إِلَى الْإِسْلَامِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي

আজলামু মিম্মানিফ তারা- 'আলাল্লা-হিল কাযিবা ওয়া হুওয়া ইউদ্‌'আ~ইলাল ইস্‌লা-মি ; ওয়াল্লা-হু লা- ইয়াহ্‌দিল্

অধিক পাপিষ্ঠ আর কে আছে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে, অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়? আল্লাহ পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সঠিক

○ টীকা (আঃ ৬) ঃ مبشرا - শব্দ দ্বারা হযরত ঈসা (আ) তাঁর শরীয়াতের শেষ সীমা বলে দিলেন, অর্থাৎ, আমার পরে 'আহমদ' নামক যে নবী আসবেন, তাঁর আগমন পর্যন্ত আমার শরীয়ত চালু থাকবে। শেষ নবী সম্বন্ধে হযরত ঈসা (আ)-এর বর্ণিত গুণাবলি হতে বুঝা যায়, তিনি একজন স্বতন্ত্র নবী। সুতরাং তাঁর শরীয়ত পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়তকে রহিতকারী হওয়া অবধারিত। এর উদ্দেশ্য নিজেদের উদ্ভতগণকে হেদায়াত করা। পাছে এমন না হয় যে, মানুষ ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান এনে পরে পরবর্তী নবীকে অবিশ্বাস করে কাফের হয়ে যায়। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৬) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহ্ যে বস্তুকে বাতেল সাব্যস্ত করেছেন, তাকে সত্য এবং যে বস্তুকে সত্য সাব্যস্ত করেছেন তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৭) ঃ এতে তাদের নিন্দনীয়তা আরও প্রকট হয়ে পড়েছে। কেননা, তারা নিজেরা তো সতর্ক হয়নি। সতর্ক করে দেয়ার পরও সতর্কতা অবলম্বন করেনি। (বঃ কোঃ)

الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٧ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ

ক্বাওমাজ্ জা-লিমীন। ৮। ইউরীদূনা লিইউত্বফিউ নূরাল্লা-হি বিআফওয়া-হিহিম, ওয়াল্লা-হু মুতিমমু নূরিহী

পথ প্রদর্শন করেন না। (৮) তারা (কাফিরেরা) আল্লাহর নূরকে ফুৎকার দিয়ে নিভাতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণভাবে বিস্তার করবেন,

وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝٨ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ

ওয়ালাও কারিহাল কা-ফিরূন। ৯। হুওয়াল্লাযী ~আরসালা রাসূলাহূ বিল্হুদা- ওয়া দীনিল্ হাক্কি লিউজ্হিরাহূ

যদিও কাফিরের কাছে তা মনঃপূত নয়। (৯) তিনিই তাঁর রাসূলকে সঠিক পথ ও সত্য দ্বীন সহ (পৃথিবীতে) প্রেরণ করেছেন,

عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝٩ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ

'আলাদ দীনি কুল্লিহী ওয়া লাও কারিহাল মুশ্রিকূন। ১০। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ হাল আদুল্লুকুম

সব ধর্মের ওপর তা বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকদের কাছে তা মনঃপূত নয়। (১০) হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা

عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝١٠ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ

'আলা- তিজা-রাতিন্ তুনজীকুম মিন্ 'আযা-বিন আলীম। ১১। তু'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়া তুজা-হিদূনা

বলে দিবনা, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (১১) তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহর

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

ফী সাবীলিল্লা-হি বিআম্ওয়া-লিকুম ওয়া আন্ফুসিকুম ; যা-লিকুম খাইরুল লাকুম ইন্ কুনতুম তা'লামূন।

রাস্তায় জিহাদ করবে, তোমাদের ধনসম্পদ দিয়ে এবং নিজ জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝতে।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ ۝١١

১২। ইয়াগ্ফিরলাকুম যুনূবাকুম ওয়া ইউদ্খিল্কুম জান্না-তিন তাজ্রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু ওয়া মাসা-কিনা

(১২) আল্লাহ তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের

طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝١٢ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ

ত্বাইয়্যিবাতান ফী জান্না-তি 'আদ্নিন ; যা-লিকাল্ ফাওযুল্ 'আজীম। ১৩। ওয়া উখ্রা- তুহিব্বূনাহা-; নাস্রুম্

উত্তম বাসস্থানে প্রবেশ করাবেন। এটাই (মুমিনগণের জন্য) মহাসফল্য ১৩) আর তিনি তোমাদেরকে অন্য আরও (কিছু) দিবেন, যা

مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٣ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا

মিনাল্লা-হি ওয়া ফাত্হুন ক্বারীব ; ওয়া বাশ্শিরিল মু'মিনীন। ১৪। ইয়া~আয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ কূনূ~

তোমাদের মনঃপূত। নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় অতি আসন্ন। (এ) খোশ-খবর মুমিনগণকে শোনান। (১৪) হে মুমিনগণ! তোমরা

اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ

আন্স্বা-রাল্লা-হি কামা- ক্বা-লা 'ঈসাব্নু মারইয়ামা লিল্ হাওয়া-রিয়্যীনা মান আন্স্বা-রী~ইলাল্লা-হি ;

আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী হও, যেভাবে মরিয়ম পুত্র ঈসা তাঁর সাথীদেরকে বলেছিল, কে আছ আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী?

قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

ক্বা-লাল হাওয়া-রিয়্যূনা নাহ্নু আন্স্বা-রুল্লা-হি ফাআ-মানাত ত্বা—ইফাতুম মিম বানী~ইস্রা—ঈলা

সাথীরা বলল, আমরা আল্লাহর জন্য (আপনার) সাহায্যকারী। অতঃপর বনী ইসরাঈলের এক দল ঈমান আনল,

وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝

ওয়া কাফারাত্ ত্বা—ইফাতুন, ফাআইয়্যাদ্না-ল্ লাযীনা আ-মানূ 'আলা- 'আদুওয়িহিম ফাআস্বাহূ জা-হিরীন।

এবং একদল কুফরী করেছিল। অতঃপর আমি মুমিনগণকে তাদের শত্রুদের ওপর সাহায্য করলাম, ফলে তারা জয়ী হল।

সূরা জুমু'আ মাদানী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ১১ রুকূ ঃ ২

① يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

১। ইউসাব্বিহু লিল্লা-হি মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্ আর্দ্বিল্ মালিকিল্ কুদ্দূসিল্ 'আযীযিল্ হাকীম।

(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব আল্লাহরই তাসবীহ বর্ণনা করে, যিনি বাদশাহ, মহা প্রতাপশালী এবং বিজ্ঞ।

② هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ

২। হুওয়াল লাযী বা'আছা ফিল্ উম্মিয়্যীনা রাসূলাম্ মিন্হুম ইয়াত্লূ 'আলাইহিম আ-য়া-তিহী ওয়া ইউযাক্কীহিম

(২) তিনিই উম্মী আরবদের মধ্যে, তাদের একজনকে রাসূল (হিসাবে) প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে আবৃত্তি করে, তাঁর আয়াতসমূহ এবং

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

ওয়া ইউ'আল্লিমুহুমুল্ কিতা-বা ওয়াল হিক্মাতা, ওয়া ইন্ কা-নূ মিন্ ক্বাব্লু লাফী দ্বালা-লিম্ মুবীন।

তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তিনি শেখান তাদেরকে কিতাব, এবং হিকমত (দ্বীনী জ্ঞান)। এর পূর্বে তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

③ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ

৩। ওয়া আ-খারীনা মিন্হুম্ লাম্মা- ইয়াল্হাকু বিহিম্ ; ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম। ৪। যা-লিকা ফাদ্বলুল্লা-হি

(৩) এবং (এ রাসূল প্রেরিত হয়েছেন) তাদের অন্যান্যদের জন্যও, যারা এখনও তাদের সাথে এসে মিলেনি, তিনি মহা প্রতাপশালী (ও) বিজ্ঞ। (৪) এটা

يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ⑤ مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ

ইউ'তীহি মাইঁ ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু যুল্ ফাদ্বলিল্ 'আজীম। ৫। মাছালুল্ লাযীনা হুম্মিলুত্ তাওরা-তা ছুম্মা

আল্লাহর করুণা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আল্লাহ মহা করুণাময়। (৫) যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা

لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا

লাম্ ইয়াহ্মিলূহা- কামাছালিল্ হিমা-রি ইয়াহ্মিলু আস্ফা-রান ; বি'সা মাছালুল্ ক্বাওমিল্ লাযীনা কায্যাবূ

সে দায়িত্ব পালন করেনি, তাদের উদাহরণ, সে গাধার মত, যে পুস্তকের বোঝা বহন করে চলে। সে সবলোকদের উদাহরণ কতইনা জঘন্য। যারা

بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٦﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ

বিআ-য়া-তিল্লা-হি ; ওয়াল্লা-হু লা- ইয়াহ্দিল্ ক্বাওমায্ জা-লিমীন। ৬। কুল্ ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা হা-দূ~ইন্ যা'আম্তুম্

আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যারোপ করে। আল্লাহ পাপিষ্ঠ লোকদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। (৬) হে ইয়াহূদীগণ! যদি তোমরা ধারণা কর যে,

أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧﴾ وَلَا

আন্নাকুম্ আওলিয়া —উ লিল্লা-হি মিন্ দূনিন্ না-সি ফাতামান্নাউল্ মাওতা ইন্ কুন্তুম্ স্বা-দিক্বীন। ৭। ওয়ালা-

তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য সব মানুষ ব্যতীত। তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৭) (কিন্তু) তারা কখনই

يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٨﴾ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ

ইয়াতামান্নাওনাহূ~আবাদাম্ বিমা- ক্বাদ্দামাত্ আইদীহিম ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুম্ বিজ্জা-লিমীন। ৮। কুল্ ইন্নাল্ মাওতাল্

মৃত্যু কামনা করবে না, তাদের সে কৃতকর্মগুলোর কারণে, যা তারা অগ্রে প্রেরণ করেছে। আল্লাহ পাপিষ্ঠদেরকে ভালোভাবে জানেন। (৮) বলুন, যে মৃত্যু থেকে

الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ

লাযী তাফিররূনা মিনহু ফাইন্নাহূ মুলা-ক্বীকুম্ ছুম্মা তুরাদ্দূনা ইলা- 'আ-লিমিল্ গাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাতি ফাইউনাব্বিউকুম্

তোমরা পলায়ন কর, সে তোমাদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে। অতঃপর তুমি ফিরে যাবে, অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের মহাজ্ঞানী (আল্লাহ)-এর কাছে। তখন তোমাদেরকে

ع ১ ১১ রুকু بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

বিমা- কুন্তুম্ তা'মালূন। ৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ইযা- নূদিয়া লিস্সালা-তি মিঁই ইয়াওমিল্ জুমু'আতি ফাস্'আও

তোমাদের কৃতকর্মগুলো জানিয়ে দেয়া হবে। (৯) হে মুমিনগণ! যখন জুম'আর নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়; তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের

إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ

ইলা- যিক্রিল্লা-হি ওয়া যারুল্ বাই'আ ; যা-লিকুম্ খাইরুল্লাকুম ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন। ১০। ফাইযা- কুদ্বিয়াতিস্ব

(ইবাদাতের) দিকে দ্রুতভাবে চলে যাও এবং বন্ধ কর ক্রয়-বিক্রয়। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝতে। (১০) যখন তোমাদের

○ টীকা (আঃ ৬) ঃ ইয়াহূদীরা দাবি করতো যে, আখিরাতের বাসস্থান, জান্নাত তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। যদি তাদের এ দাবি সত্য হতো তবে জান্নাত লাভ করার জন্য তারা মৃত্যু কামনা করতো। কিন্তু তারা তা করে না। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৮) ঃ কোন এক যুদ্ধে মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে বিবাদ হয়। তখন সুযোগ সন্ধানী মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আনসারগণকে মুহাজিরদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা ও উৎসাহ দিতে লাগল। সে বলল, "মুহাজিরগণ তোমাদের সাহায্যে বেঁচে আছে। এখন হতে তাদেরকে সাহায্য বন্ধ কর; অভাবের তাড়নায়ই তারা মদীনা ত্যাগ করবে; আর আমরা মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও সে নগণ্য লোকদেরকে বিতাড়িত করব।" যায়েদ ইবনে আকরাম সাহাবী তা শুনতে পেয়ে হযরতের খেদমতে ব্যক্ত করেন। হযরত (স) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে কসম খেয়ে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তখন যায়েদ মিথ্যাবাদী বলে তিরস্কৃত হতে থাকে। তখন এ আয়াতসহ পূর্ববর্তী আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। (ছিহাহ) ○ টীকা (আঃ ৯) ঃ জুমুআর প্রথম আযান দেওয়া মাত্র যাবতীয় কাজ-কর্ম ত্যাগ করে জুমুআর নামাযের প্রতি ধাবিত হওয়া ওয়াজেব। (বঃ কোঃ) ○ শানে নুযূল (আঃ ১০) ঃ এক সময়ে হুযুর (স) জুমুআর নামাযের খোৎবা পাঠ করছিলেন, সে সময় একদল বনিক খাদ্যশস্য নিয়ে মদীনায় আগমন করল। সে সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়লে বহু মুছল্লী খোৎবা শ্রবণ ত্যাগ করে শস্য খরিদ করতে চলে গেল। মাত্র বারজন মুছল্লী খোৎবা শুনবার জন্য অবশিষ্ট রইল। এ সম্বন্ধে এ আয়াতটি নাযিল হয়। কোন কোন তাফসীরে দেখা যায়, তৎকালে নামাযের পরে খোৎবা পাঠ করা হত। কাজেই মুছল্লীগণ মনে করেছিল, আসল উদ্দেশ্য নামায তখন সমাপ্ত হয়েছে এখন খোৎবা না শুনলেও ক্ষতি হবে না ; আর যদি নামাযের আগে খোৎবা পাঠ করা প্রমাণিত হয়, তবে বলতে হবে যে, তারা তৎক্ষণাৎ ফিরবে মনে করে বের হয়েছিল। (বঃ কোঃ)

الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

স্বালা-তু ফান্তাশিরূ ফিল্ আর্দ্বি ওয়াব্তাগূ মিন্ ফাদ্বলিল্লা-হি ওয়ায্কুরুল্লা-হা কাছীরাল্

নামাজ পড়া শেষ হবে, তখন যমীনে ছড়িয়ে পড়বে, এবং আল্লাহর রহমত (জীবিকা) অন্বেষণ করবে এবং আল্লাহকে স্মরণ করবে বেশি পরিমাণ, যাতে

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ

লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন। ১১। ওয়া ইযা- রাআও তিজ্বা-রাতান্ আও লাহওয়া নিন্ফাদ্দূ~ইলাইহা- ওয়া তারাকূকা ক্বা—ইমান ;

তোমরা কৃতকার্য হও। (১১) আর যখন তারা দেখল ব্যবসা বা খেল-তামাসা, তখন তারা তার দিকে ছুটে যায় এবং আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে যায়।

ع ২ ১২ রুকু قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

কুল্ মা-'ইন্দাল্লা-হি খাইরুম্ মিনাল্লাহ্ওয়ি ওয়া মিনাত্ তিজ্বা-রাতি ; ওয়াল্লা-হু খাইরুর্ রা-যিক্বীন।

আপনি বলুন, আল্লাহর কাছে যা (মওজুদ) আছে তা, খেল-তামাসা এবং ব্যবসার চেয়ে অতি উত্তম। আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিক দাতা।

সূরা মুনা-ফিকূন মাদানী	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ১১ রুকূ ঃ ২

① إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۘ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ

১। ইযা- জা—আকাল মুনা-ফিকূনা ক্বা-লূ নাশ্‌হাদু ইন্নাকা লারাসূলুল্লা-হি। ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু ইন্নাকা

(১) যখন মুনাফিকেরা আপনার কাছে আসে, তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয়ই আপনি

لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ② اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً

লারাসূলুহূ ; ওয়াল্লা-হু ইয়াশ্‌হাদু ইন্নাল মুনা-ফিক্বীনা লাকা-যিবূন। ২। ইত্তাখাযূ~আইমা-নাহুম জুন্নাতান

তাঁর রাসূল। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই মুনাফিকেরা মিথ্যাবাদী। (২) তারা তাদের শপথকে ঢাল হিসেবে রেখেছে, তারা

فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ③ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ

ফাস্বাদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ; ইন্নাহুম সা—আ মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ৩। যা-লিকা বিআন্নাহুম আ-মানূ ছুম্মা

আল্লাহর রাস্তা থেকে (লোকদেরকে) বাধা দেয়। তারা যে কাজগুলো করছে, তা খুবই নিকৃষ্ট। (৩) এর কারণ, তারা ঈমান আনার পরে অস্বীকার করেছে,

كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ④ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ

কাফারূ ফাতুবি'আ 'আলা- কুলূবিহিম ফাহুম লা-ইয়াফ্‌ক্বাহূন। ৪। ওয়া ইযা- রাআইতাহুম তু'জিবুকা আজ্‌সা-মুহুম ;

ফলে তাদের অন্তরে মোহর অংকিত করা হয়েছে। সুতরাং তারা বুঝতেছেনা। (৪) যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন, তখন তাদের দেহের গঠন আপনার কাছে ভালোই লাগবে

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ جاءك المنافقون - মুনাফিক দ্বারা আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং তার সাথীদের কথা বলা হয়েছে।

✪ শানে নুযূল (আঃ ২) ঃ কোন এক যুদ্ধে আনছার ও মুহাজেরদের মধ্যে বচসা হয়। এ সুযোগে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই আনছারদেরকে এ বলে উত্তেজিত করতে লাগল, "তোমরা এ বিদেশী লোকদেরকে আহার জোগে গর্বিত করে তুলেছ, মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ব্যয় বন্ধ করে দাও, ফলে খেতে না পেয়ে নিজেরাই সরে পড়বে। আর আমরা এ ছোট লোকদেরকে মদীনা হতে তাড়িয়ে দিব।" হুযূর (স) তা জানতে পেরে ইবনে উবাইকে জিজ্ঞাসা করলে সে অস্বীকার করল। এ সম্পর্কে মুনাফেকদের নিন্দাবাদে সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। (বঃ কোঃ)

وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ

ওয়া ইঁ ইয়াক্বূলূ তাস্মা' লিক্বাওলিহিম ; কাআন্নাহুম খুশুবুম মুসান্নাদাতুন ; ইয়াহ্বসাবূনা কুল্লা স্বাইহ্বাতিন

এবং যদি তারা কথা বলে, তখন তাদের কথা আপনি শ্রবণ করবেন, মনে হয় যেন তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠ। তারা প্রতিটি আওয়াজকে তাদের বিরুদ্ধে ধারণা

عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ⑤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

'আলাইহিম ; হুমুল্ 'আদুওয়্যু ফাহ্যার্হুম ; ক্বা-তালা হুমুল্লা-হু আন্না- ইউ'ফাকূন। ৫। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুম

করে। ওরাই শত্রু, তাদের থেকে সাবধান থাকুন। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তারা (বিভ্রান্ত হয়ে) কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (৫) যখন বলা হয় তাদেরকে

تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم

তা'আ-লাও ইয়াস্তাগ্ফির্ লাকুম রাসূলুল্লা-হি লাওয়্যাও রুঊসাহুম ওয়া রাআইতাহুম ইয়াস্বুদ্দূনা ওয়া হুম

আস, তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা তাদের মাথা অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা অহংকার করে

مُّسْتَكْبِرُونَ ⑥ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ

মুস্তাক্বিরূন। ৬। সাওয়া—উন 'আলাইহিম আস্তাগ্ফার্তা লাহুম আম লাম তাস্তাগ্ফির্লাহুম ; লাইঁ ইয়াগ্ফিরাল্লা-হু

বিরত থাকছে। (৬) তাদের জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা আর না করা উভয়ই সমান কথা; আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑦ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ

লাহুম ; ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়াহ্দিল ক্বাওমাল ফা-সিক্বীন। ৭। হুমুল্লাযীনা ইয়াক্বূলূনা লা- তুন্ফিক্বূ 'আলা-

আল্লাহ নাফরমান লোকদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। (৭) এরাই বলে, রাসূলুল্লাহর কাছে যারা থাকে,

مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

মান্ 'ইন্দা রাসূলিল্লা-হি হ্বাত্তা- ইয়ান্ফাদ্দূ ; ওয়া লিল্লা-হি খাযা—ইনুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্দ্বি

তাদের জন্য (কিছু) ব্যয় করনা, যতক্ষণ না তারা সরে যায়, আল্লাহর কর্তৃত্বেই রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার,

وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ⑧ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ

ওয়ালা-কিন্নাল মুনা-ফিক্বীনা লা- ইয়াফ্ক্বাহূন। ৮। ইয়াব্দুনা লাইর্ রাজ্বা'না ~ইলাল মাদীনাতি লাইউখ্রিজান্নাল্

কিন্তু মুনাফিকেরা তা বুঝে না। (৮) তারা বলে, আমরা .দি মদীনায় ফিরে যাই, তবে অবশ্যই সেখান হতে প্রবল

الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ

আ'আয্যু মিন্হাল আযাল্লা ; ওয়া লিল্লা-হিল্ 'ইয্যাতু ওয়া লিরাসূলিহী ওয়া লিল্মু'মিনীনা ওয়ালা-কিন্নাল মুনা-ফিক্বীনা

শক্তিশালীগণ, অধিক দুর্বলগণকে বের করে দিবেই। সম্মান তো আল্লাহরই এবং তাঁর রাসূলের এবং মুমিনগণের। কিন্তু মুনাফিকেরা

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ خشب مسندة - অর্থাৎ মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহর (স) মজলিসে এভাবে বসত যে, যেমন– দেয়ালের সাথে লাগানো কাঠ। যে কাঠ কোন কথা বুঝে না। তেমনি ওরাও উপদেশ বাণী বুঝার মন নিয়া বসে না ও বুঝে না। (কুঃ কারীম)

✪ টীকা (আঃ ৮) ঃ অতএব, তারা যে নিজেদেরকে প্রতিপত্তিশালী মনে করছে, তা তাদের মূর্খতা। (বঃ কোঃ) কেননা, আল্লাহ্ এবং রাসূলের সাথে সম্পর্ক থাকায় প্রকৃত সম্মান এবং প্রতিপত্তি মুসলমানদেরই। (বঃ কোঃ) কেননা, তারা নশ্বর জগতের অস্থায়ী বস্তুসমূহের সম্মানের উৎস এবং উপকরণ মনে কর। (বঃ কোঃ) অর্থাৎ, পার্থিব মোহে এত মশগুল হয়ো না, যাতে ধর্ম কর্মের ক্ষতি হয়। (বঃ কোঃ)

لا يعلمون ۝٩ يايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم ع ١
লা- ইয়া'লামূন। ৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তুল্হিকুম আম্ওয়া-লুকুম ওয়ালা~আওলা-দুকুম ১৩ রুকূ
তা জানে না। (৯) হে মুমিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি, আল্লাহর স্মরণ থেকে যেন

عن ذكر الله ج ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخسرون ۝١٠ وانفقوا
'আন্ যিক্রিল্লা-হি, ওয়া মাইঁ ইয়াফ্'আল যা-লিকা ফাউলা—ইকা হুমুল্ খা-সিরূন। ১০। ওয়া আন্ফিকু
গাফিল না করে, আর যারা এভাবে (গাফিল) হবে, তারাই হবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। (১০) আমি তোমাদেরকে যে

من ما رزقنكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب
মিম্মা- রাযাক্বনা-কুম্ মিন্ ক্বাব্লি আইঁ ইয়া'তিয়া আহ্বাদাকুমুল মাওতু ফাইয়াকূলা রাব্বি
রিযিক দিয়েছি, তোমাদের (মৃত্যু) আসার আগেই তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে। না হলে (মৃত্যুর সময়) তারা বলবে, হে আমার প্রতিপালক!

لولا اخرتني الى اجل قريب لا فاصدق واكن من الصلحين ۝
লাওলা~আখ্খার্তানী~ইলা~আজ্বালিন ক্বারীবিন ফাআস্বস্বাদ্দাক্বা ওয়া আকুম মিনাস্ব ছা-লিহীন।
যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য (একটু) সুযোগ দিতেন, তবে আমি (আপনার পথে) ব্যয় করতাম এবং হয়ে যেতাম পুণ্যবান।

۝١١ ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها ط والله خبير بما تعملون ۝ ع ٢
১১। ওয়া লাইঁ ইউআখ্খিরাল্লা-হু নাফ্সান্ ইযা- জ্বা—আ আজ্বালুহা ; ওয়াল্লা-হু খাবীরুম্ বিমা- তা'মালূন। ১৪ রুকূ
(১১) আর আল্লাহ কাউকে কোনই সুযোগ দিবেন না, যখন তার নির্দৃষ্ট সময় এসে যায়। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۚ

১। ইউসাব্বিহু লিল্লা-হি মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল আর্‌দ্বি, লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু
(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর তাসবীহ (পবিত্রতা) বর্ণনা করে, তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই সকল প্রশংসা,

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۭ

ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। ২। হুওয়াল্লাযী খালাক্বাকুম ফামিন্‌কুম কা-ফিরুওঁ ওয়া মিন্‌কুম মু'মিনুন ;
তিনি প্রতিটি বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। (২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্য হতে কেউ হয় কাফির এবং কেউ হয় মুমিন।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ

ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা বাছীর। ৩। খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দ্বা বিল্ হাক্বক্বি ওয়া ছাওয়্যারাকুম ফাআহ্‌সানা স্বুওয়ারাকুম,
তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবই জানেন। (৩) তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী সঠিকভাবে এবং তোমাদের গঠন করেছেন সুন্দর রূপে

فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ

ওয়া ইলাইহিল মাস্বীর। ৪। ইয়া'লামু মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দ্বি ওয়া ইয়া'লামু
এবং তাঁরই দিকে সবার প্রত্যাবর্তন। (৪) তিনি জানেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই এবং তিনি জানেন

مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا

মা- তুসির্‌রূনা ওয়ামা- তু'লিনূনা ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুম বিযা-তিস্ব স্বুদূর। ৫। আলাম্ ইয়া'তিকুম নাবাউল্
তোমরা যা গোপন রাখ এবং প্রকাশ কর; এবং তিনি তোমাদের অন্তরের (গোপন) খবর জানেন। (৫) তোমাদের কাছে কি পূর্ববর্তী

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۡ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

লাযীনা কাফারূ মিন ক্বাব্‌লু, ফাযা-ক্বূ ওয়া বা-লা আম্‌রিহিম ওয়া লাহুম 'আযা-বুন আলীম।
কাফিরদের খবর পৌঁছেনি? তারা তাদের কর্মের পরিণাম (শাস্তি) ভোগ করেছিল এবং তাদের জন্য রয়েছে (পরকালে) যন্ত্রণাময় শাস্তি।

ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۡ

৬। যা-লিকা বিআন্নাহূ কা-নাত্ তা'তীহিম রুসুলুহুম বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ফাক্বা-লূ~আবাশারুই ইয়াহ্‌দূনানা-,
(৬) এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রাসূল সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসত, অতঃপর তারা বলত, আমাদেরকে কি মানুষ সঠিক পথ প্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা

فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا

ফাকাফারূ ওয়া তাওয়াল্লাও ওয়াস্তাগ্‌নাল লা-হু ; ওয়াল্লা-হু গানিইয়্যুন হামীদ। ৭। যা'আমাল্ লাযীনা কাফারূ~
অস্বীকার করল এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ ফিরে গেল। আল্লাহ তাদের থেকে বে-পরওয়া, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (৭) কাফিররা মনে করে যে, তারা কখনই

اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۭ وَذٰلِكَ

আল্ লাই ইউব্'আছূ ; কুল বালা- ওয়া রাব্বী লাতুব্'আছুন্না ছুম্মা লাতুনাব্বাউন্না বিমা-'আমিলতুম ; ওয়া যা-লিকা
পুনরায় জীবিত হবে না, আপনি বলুন, কেন নয়, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরায় (জীবিত করে) উঠানো হবে। অতঃপর তোমাদের কৃতকর্মগুলো তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে। আর এটা

عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

'আলাল্লা-হি ইয়াসীর। ৮। ফাআ-মিনূ বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়ান্‌নূরিল্লাযী~আন্‌যাল্‌না- ; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা
আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (৮) সুতরাং তোমরা ঈমান আন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে নূর (কুরআন)-এর প্রতি, যা আমি অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ তোমাদের সব কৃতকর্ম সম্পর্কে

O টীকা (আঃ ৩) ঃ কেননা, মানব জাতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে পরস্পর যেমন সুন্দর মিল রয়েছে, এমন সুন্দর মিল আর কোন প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে নাই। (বঃ কোঃ) **O টীকা (আঃ ৪) ঃ** এ সমস্ত কারণে তাঁর অনুগত ও আদেশানুবর্তী হওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। (বঃ কোঃ)
O টীকা (আঃ ৭) ঃ কাজেই কারও নাফরমানীও তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং কারও আনুগত্য এবং বশ্যতাও তাঁর কোন উপকার করতে পারে না; বরং তাতে নাফরমান ব্যক্তিরই ক্ষতি এবং ফরমাঁবরদার ব্যক্তিরই উপকার রয়েছে। (বঃ কোঃ)

خَبِيرٌ ﴿٩﴾ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ

খাবীর । ৯ । ইয়াওমা ইয়াজ্‌মা'উকুম লিইয়াওমিল জ্বাম'ই যা-লিকা ইয়াওমুত্তাগা-বুনি, ওয়া মাইঁ ইউ'মিম বিল্লা-হি

খবর রাখেন । (৯) স্মরণ কর! যেদিন তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন সমবেত করার দিবসে, সে-দিবসটি হবে, হার-জিতের দিবস । যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে

وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ওয়া ইয়া'মাল্ স্বা-লিহাঁই ইউকাফ্‌ফির 'আন্‌হু সাইয়্যিআ-তিহী ওয়া ইউদ্‌খিল্‌হু জ্বান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু

এবং নেক কাজ করে তিনি তার (আমলনামা) থেকে তার গুনাহগুলো মিটিয়ে দিবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত,

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

খা-লিদীনা ফীহা~আবাদান ; যা-লিকাল্ ফাওযুল্ 'আজীম । ১০ । ওয়াল্লাযীনা কাফারূ ওয়া কায্‌যাবূ বিআ-য়া-তিনা~

সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে; এটাই তাদের পূর্ণ সফলতা । (১০) আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে,

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١١﴾ مَا أَصَابَ مِن

উলা—ইকা আস্বহা-বুন না-রি খা-লিদীনা ফীহা-, ওয়া বি'সাল্ মাস্বীর । ১১ । মা~আছা-বা মিম

তারা হল জাহান্নামের অধিবাসী । সেখানে তারা চিরদিন পড়ে থাকবে । (তা) কতইনা নিকৃষ্টি ঠিকানা । (১১) আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত

তিন চতুর্থাংশ ১ ع ২০ রুকু ১৫

مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

মুস্বীবাতিন্ ইল্লা- বিইয্‌নিল্লা-হি ; ওয়া মাইঁ ইউ'মিম বিল্লা-হি ইয়াহ্‌দি ক্বাল্‌বাহূ ; ওয়াল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন 'আলীম ।

কোন বিপদই পৌঁছে না । যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন । আল্লাহ সর্ব বিষয়ই জ্ঞানবান ।

﴿١٢﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ

১২ । ওয়া আত্বী'উল্লা-হা ওয়া আত্বী'উর রাসূলা, ফাইন্ তাওয়াল্লাইতুম ফাইন্নামা- 'আলা- রাসূলিনাল্ বালা-গুল

(১২) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন কর, যদি তা তোমরা উপক্ষো কর, আমার রাসূলের ওপর দায়িত্ব হল শুধু (আমার বাণী) সু-স্পষ্টভাবে

الْمُبِينُ ﴿١٣﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

মুবীন । ১৩ । আল্লা-হু লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া ; ওয়া 'আলাল্লা-হি ফালইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনূন । ১৪ । ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা

পৌঁছিয়ে দেয়া । (১৩) আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই । সুতরাং মুমিনগণের উচিৎ (সর্ব কাজে) আল্লাহর ওপর ভরসা করা । (১৪) হে

○ **টীকা (আঃ ৯) ঃ** 'একত্রিত হওয়ার দিন ঃ এর অর্থ– কিয়ামত । সকলের একত্র করার অর্থ– সৃষ্টির আদি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় যত মানুষ পয়দা হয়েছে তাদের সকলকে একই সময়ে পুনরুজ্জীবিত করে একত্রিত করা । অর্থাৎ, আসল হার-জিত কিয়ামতের দিন হবে । সেখানে গিয়ে জানা যাবে প্রকৃতপক্ষে কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও কে লাভবান হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে কে প্রতারিত হয়েছে ও কে বুদ্ধিমান ছিল ; প্রকৃতপক্ষে কে নিজের সমস্ত জীবনের পুঁজি এক মিথ্যা কারবারে লাগিয়ে নিজেকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে এবং কে নিজের শক্তি, সামর্থ্য, চেষ্টা, সময় ও সম্পদকে লাভজনক ব্যবসায়ে নিয়োগ করে সমস্ত মুনাফা লুটে নিয়েছে,– যা প্রথম ব্যক্তিও অর্জন করতে পারতো যদি সে দুনিয়ার হাকীকত (প্রকৃত তত্ত্ব) বোঝার ক্ষেত্রে প্রতারিত না হত ।

○ **টীকা (আঃ ১৩) ঃ** যথাসম্ভব উপকরণসহ সক্রিয় চেষ্টা করাকালে উপকরণকে ফললাভের মূল কারণ মনে করাকে তাওয়াক্কাল বলে । তাওয়াক্কাল একটি প্রবল শক্তি । কেননা, কারণ যত প্রবল হয়, তার উপর নির্ভরজরিত মনোবলরূপ শক্তিও ততই প্রবল হয় । আর আল্লাহর মত প্রবল কারণ আর কিছুই নয় । অপর সবকারণই তাঁর সৃষ্ট । এ শক্তিবলেই আরবের নগণ্য সংখ্যক দরিদ্র মুসলমান তৎকালীন বৃহত্তম সাম্রাজ্য রোম ও পারস্যের সম্রাটদ্বয়কে পরাজিত করেছিলেন, এ শক্তিবলেই ইয়ারমুক যুদ্ধে মাত্র ৩০ জন মুজাহিদ বীরত্বসহকারে ৩০ হাজার শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন; এ শক্তিই মানুষকে মানসিক, দৈহিক, আর্থিক প্রভৃতি ব্যাপারে এত অধিক শান্তি দান করে, যা শতগুণ অধিক সম্পদশালী তাওয়াক্কালহীন ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ । উপকরণ ব্যতীত নিষ্ক্রিয় ফললাভের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করা তাওয়াক্কাল নয়– তা দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা । এটা ইসলামের আদর্শ বিরোধী । অসংসারী ফকীর দরবেশগণ এ পর্যায়ে পড়েন না । কারণ এরা শুধু আল্লাহকে চাহেন তজন্য ইবাদতও করেন; অন্য কিছুর জন্য এমনকি দীর্ঘকাল অনাহারে থাকলেও তাঁরা ব্যস্ত বা ব্যথিত হন না । যেসব ফকীর দ্বিপ্রহরের খাওয়ার জন্য সকাল হতে হাক-ডাক শুরু করে তাদের সাথে এঁদের তুলনা কাঁচ ও হীরা সদৃশ ।

آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن

আ-মানূ~ইন্না মিন আযওয়া-জ্বিকুম ওয়া আওলা-দিকুম 'আদুওওয়াল্‌লাকুম ফাহ্‌যারূহুম, ওয়া ইন্‌
মুমিনগণ! তোমাদের কতিপয় স্ত্রী এবং কতিপয় সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের থেকে সাবধান থাক। আর যদি তোমরা

تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑮ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ

তা'ফূ ওয়া তাস্বফাহূ ওয়া তাগ্‌ফিরূ ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম। ১৫। ইন্নামা~আমওয়া-লুকুম
ক্ষমা কর এবং তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন কর এবং তাদের মাফ কর, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। (১৫) তোমাদের ধন সম্পদ

وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ⑯ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

ওয়া আওলা-দুকুম ফিত্‌নাতুন; ওয়াল্লা-হু 'ইন্দাহূ~আ জ্বরুন্‌ 'আজীম। ১৬। ফাত্তাকুল্লা-হা মাস্তাত্বা'তুম
এবং সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ; আল্লাহর নিকটই রয়েছে মহা প্রতিদান। (১৬) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে সাধ্যানুযায়ী ভয় কর

وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ

ওয়াস্‌মা'উ ওয়া আত্বী'উ ওয়া আন্‌ফিকু খাইরাল লিআন্‌ফুসিকুম ; ওয়া মাইঁ ইউক্বা শুহ্‌হা নাফ্‌সিহী
(আল্লাহর কথা) শোন, (তাঁর নির্দেশ) মেনে চল এবং ব্যয় কর, তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য, যারা আত্মার প্রলোভন হতে

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑰ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ

ফাউলা—ইকা হুমুল মুফ্‌লিহূন। ১৭। ইন্‌ তুক্বরিদ্বুল্লা-হা ক্বারদ্বান হ্বাসানাইঁ ইউদ্বা-'ইফ্‌হু লাকুম
মুক্ত রয়েছে তারাই কৃতকার্য। (১৭) যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম কর্জ (ঋণ) দান কর, তবে তিনিই তার দ্বিগুণ তোমাদেরকে বাড়িয়ে দিবেন,

২ (৬৪) ১৬ রুকূ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ⑱ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ع

ওয়া ইয়াগ্‌ফির্‌লাকুম ; ওয়াল্লা-হু শাকূরুন হ্বালীম। ১৮। 'আ-লিমুল গাইবি ওয়াশ্‌শাহা-দাতিল 'আযীযুল হ্বাকীম।
এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণজ্ঞ, ধৈর্যশীল। (১৮) তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের মহাজ্ঞানী, মহা প্রতাপশালী বিজ্ঞ।

সূরা ত্বালা-ক্ব
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১২
রুকূ ঃ ২

١ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ

১। ইয়া~আইয়ুহান নাবিয়্যু ইযা- ত্বাল্লাক্বতুমুন্ নিসা—আ ফাত্বাল্লিক্বূহুন্না লি'ইদ্দাতিহিন্না ওয়া আহ্‌সুল 'ইদ্দাতা,
(১) হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে, তখন তাদেরকে তালাক দিবে, তাদের ইদ্দতের দিক খেয়াল করে, ইদ্দতের হিসাব রেখ;

وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ

ওয়াত্তাকুল্লা-হা রব্বাকুম, লা- তুখরিজূহুন্না মিম বুইয়ূতিহিন্না ওয়ালা- ইয়াখ্‌রুজ্‌না ইল্লা~আই ইয়া'তীনা
এবং আল্লাহকে ভয় কর, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। তোমরা তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বের কর না এবং তারাও যেন বের না হয়। তবে যদি তারা প্রকাশ্য

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۚ

বিফা-হিশাতিম্ মুবাইয়্যিনাতিন ; ওয়া তিল্‌কা হুদূদুল্লা-হি ; ওয়া মাই ইয়াতা'আদ্দা হুদূদাল্লা-হি ফাক্বাদ্ জালামা নাফসাহূ ;
অশ্লীল কাজে জড়িত হয়, তবে সে কথা ভিন্ন। এটা আল্লাহর নির্ধারিত। আর যে আল্লাহর নির্ধারিত বিধানে বাড়াবাড়ি করে, সে তার নিজের ওপরই জুলুম করে।

لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ

লা- তাদ্‌রী লা'আল্লাল্লা-হা ইউহ্‌দিছু বা'দা যা-লিকা আমরা- । ২। ফাইযা- বালাগনা আজালাহুন্না ফাআম্‌সিকূহুন্না
তুমি জান না আল্লাহ হয়তো এরপরে নতুন এক ব্যবস্থা করে দিবেন। (২) যখন তাদের ইদ্দতের নির্দিষ্ট সময় পৌছে যাবে, তখন তাদেরকে হয় তোমরা

بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا

বিমা'রূফিন আও ফা-রিক্‌হুন্না বিমা'রূফিও ওয়া আশ্‌হিদূ যাওয়াই 'আদ্‌লিম মিন্‌কুম ওয়া আক্বীমুশ
(শরীয়তের) বিধি অনুযায়ী রেখে দিবে, না হয় বিধি অনুসারে ছেড়ে দিবে, এবং তোমাদের থেকে দুজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে রাখবে।

الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ

শাহা-দাতা লিল্লা-হি ; যা-লিকুম ইউ'আজু বিহী মান কা-না ইউ'মিনু বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি ;
তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষী দাও। এ দ্বারা উপদেশ দেয়া হচ্ছে তাকে, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ ও পরকালের দিবসে,

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

ওয়া মাই ইয়াত্তাক্বিল্লা-হা ইয়াজ্‌'আল লাহূ মাখ্‌রাজা- । ৩। ওয়া ইয়ার্‌যুক্বহু মিন্ হ্বাইছু লা- ইয়াহ্‌তাসিবু ;
যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য শান্তির পথ বের করে দেন, (৩) এবং তাকে এমন ভাবে রিযিক প্রদান করবেন, যা সে ধারণাও করতে

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ

ওয়া মাই ইয়াতাওয়াক্কাল 'আলাল্লা-হি ফাহুওয়া হ্বাসবুহূ ; ইন্নাল্লা-হা বা-লিগু আমরিহী ; ক্বাদ্ জা'আলাল্লা-হু লিকুল্লি
পারবে না। যে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর প্রতিটি কাজই সু-সম্পন্ন করে থাকেন। আল্লাহ

شَيْءٍ قَدْرًا ۝ وَالّٰٓئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ

শাইয়িন ক্বাদরা- । ৪। ওয়াল্ লা—ঈ ইয়াইস্‌না মিনাল্ মাহীদ্বি মিন্ নিসা—ইকুম্ ইনির্ তাব্‌তুম
প্রতিটি বস্তুরই রেখেছেন পরিমাপ। (৪) যে সব স্ত্রী ঋতুস্রাব হতে হতাশ হয়ে গেছে, যদি তোমাদের সন্দেহ হয়ে থাকে, তবে তাদের

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓئِيْ لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ

ফা'ইদ্দাতুহুন্না ছালা-ছাতু আশ্‌হুরিও ওয়াল্লা—ঈ লাম ইয়াহ্বিদ্‌না ; ওয়া উলা-তুল আহ্‌মা-লি আজালুহুন্না
ইদ্দত হল তিন মাস। আর যাদের এখনও ঋতুস্রাব শুরু হয়নি, তাদেরও (অনুরূপ ইদ্দত) এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতের সময়কাল

أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿৫﴾ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ

আই ইয়াদ্বা'না হামলাহুন্না ; ওয়া মাই ইয়াত্তাক্বিল্লা-হা ইয়াজ্'আল লাহূ মিন্ আম্‌রিহী ইউস্‌রা-। ৫। যা-লিকা আম্‌রুল্লা-হি

(গর্ভের) সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে, আল্লাহ (তার জন্য) সব কাজগুলোকে অতি সহজ করে দেন। (৫) এ সব আল্লাহর নির্দেশ,

أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿৬﴾ أَسْكِنُوهُنَّ

আন্‌যালাহূ~ইলাইকুম ; ওয়া মাই ইয়াত্তাক্বিল্লা-হা ইউকাফ্‌ফির 'আন্‌হু সাইয়্যিআ-তিহী ওয়া ইউ'জিম লাহূ~আজ্‌রা-। ৬। আস্‌কিনূহুন্না

যা তিনি তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার গুনাহগুলো তার (আমলনামা) থেকে মিটিয়ে দিবেন এবং তাকে দিবেন মহা প্রতিদান। (৬) এবং

مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ

মিন্ হাইছু সাকান্‌তুম মিঁও উজ্‌দিকুম ওয়ালা- তুদ্বা—ররূহুন্না লিতুদ্বাইয়্যিক্বূ 'আলাইহিন্না ; ওয়া ইন্ কুন্না

তাদেরকে তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী যেখানে তোমরা বাস কর, তাদেরকেও সেখানে রাখ। তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার উদ্দেশ্যে কষ্ট দিও না, যদি সে

أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

উলা-তি হাম্‌লিন্ ফাআন্‌ফিক্বূ 'আলাইহিন্না হাত্তা- ইয়াদ্বা'না হাম্‌লাহুন্না, ফাইন্ আর্‌দ্বা'না লাকুম ফাআ-তূহুন্না

গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তার জন্য ব্যয় করবে, যদি সে তোমার সন্তানকে স্তন্য পান করায়, তবে তাকে তার বিনিময় প্রদান কর

أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ۞

উজূরাহুন্না, ওয়া'তামিরূ বাইনাকুম বিমা'রূফিন, ওয়া ইন তা'আ-সার্‌তুম ফাসাতুরদ্বি'উ লাহূ~উখরা-।

এবং তোমরা পরস্পরে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা করে নিবে। আর তোমাদের পারস্পরিক আলোচনা যদি অসঙ্গতি পূর্ণ হয় তবে অন্য মহিলা তার পক্ষে স্তন্য পান করাবে।

﴿৭﴾ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ

৭। লিইউন্‌ফিক্ব যূ সা'আতিম্ মিন সা'আতিহী ; ওয়া মান্ কুদিরা 'আলাইহি রিয্‌কুহূ ফাল্‌ইউন্‌ফিক্ব মিম্মা~আ-তা-হুল্লা-হু;

(৭) সামর্থ্যবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর যার ওপর রিযিক সঙ্কুচিত করে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ গরীব) সে যেন ব্যয় করে, আল্লাহ যা

রুকূ ১৭ (২৭) ১

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿৮﴾ وَكَأَيِّن مِّن

লা- ইউকাল্লিফুল্লা-হু নাফ্‌সান ইল্লা- মা~আ-তা-হা- ; সাইয়াজ্'আলুল্লা-হু বা'দা 'উস্‌রিইঁ ইউস্‌রা-। ৮। ওয়া কাআইয়্যিম্ মিন্

দিয়েছেন তার থেকে আল্লাহ কোন বান্দাকে তার প্রদত্ত সামর্থ্যের বাইরে কোন কষ্ট দেন না। আল্লাহ দুঃখের পর দেন সুখ। (৮) কত জনপদ, তার

قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا

ক্বার্‌ইয়াতিন 'আতাত্ 'আন্ আম্‌রি রাব্বিহা-ওয়া রুসুলিহী ফাহা-সাব্‌না-হা- হিসা-বান শাদী-দাওঁ ওয়া 'আযযাব্‌না-হা-

প্রতিপালক ও তাঁর রাসূলগণের নির্দেশের অবাধ্য হয়েছে। ফলে আমি তাদের থেকে কঠিন হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে এমন শাস্তি দিয়েছিলাম,

✪ টীকা (আঃ ৬) ঃ অর্থাৎ, তালাক প্রদত্তা স্ত্রীকে ইদ্দতকালে বাসস্থান দেয়া ওয়াজেব। কিন্তু তালাকে বায়েন দিলে উভয়ের এক ঘরে নির্জনবাস জায়েয নয়। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৬) ঃ স্ত্রীও যেন এত অধিক দাবি না করে, যা দেওয়া স্বামীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়, আর স্বামীও যেন এত কম না দেয়, যাতে স্ত্রীর কার্য অচল হয়ে পড়ে বরং উভয়ে চিন্তা করবে যে, শিশুর মাতাই যেন শিশুকে দুধ পান করাতে পারে। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৭) ঃ অর্থাৎ, অপর একজন ধাত্রী তালাশ করে নিবে। শিশুর মাতাকে বাধ্য করা যাবে না এবং পিতাকেও না। এখানে পিতাকে তিরস্কার করার উদ্দেশ্য, অন্যকে বেশি বিনিময় দিতে পারলে শিশুর মাতাকে কেন দিবে না? আর স্ত্রীকে তিরস্কার করার উদ্দেশ্য, তুমি অধিক বিনিময়ের জন্য সন্তানকে দুধ পান করালে না, পৃথিবীতে কি আর দুগ্ধবতী স্ত্রী লোক নাই? (বঃ কোঃ)

عَذَابًا نُّكْرًا ۝ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿١٠﴾ أَعَدَّ اللّٰهُ

'আযা-বান্ নুকরা- । ৯ । ফাযা-ক্বাত্ ওয়া বা-লা আমরিহা- ওয়া কা-না 'আ-ক্বিবাতু আম্‌রিহা- খুস্‌রা- । ১০ । আ'আদ্দাল্লা-হু

যা ছিল ভয়ঙ্কর । (৯) অতঃপর তারা তাদের কর্মের পরিণাম (শাস্তি) ভোগ করেছে । আর তাদের কর্মের পরিণাম খুবই ক্ষতিকর ছিল । (১০) আল্লাহ তাদের

لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَٰأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ

লাহুম 'আযা-বান্ শাদীদান্ ফাত্তাকুল্লা-হা ইয়া~উলিল আলবা-বিল লাযীনা আ-মানূ ; ক্বাদ

জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন । সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর! হে জ্ঞানবান ব্যক্তিরা! যারা ঈমান এনেছ, নিশ্চয়ই

أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١١﴾ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّٰهِ مُبَيِّنَاتٍ

আন্‌যালাল্লা-হু ইলাইকুম যিক্‌রা- । ১১ । রাসূলাঈ ইয়াত্‌লূ 'আলাইকুম আ-য়া-তিল্লা-হি মুবাইয়্যিনা-তিল্

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন তোমাদের প্রতি উপদেশ । (১১) অর্থাৎ রাসূল, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে পাঠ করে শুনান,

لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ

লিইউখ্‌রিজাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি মিনায্ জুলুমা-তি ইলান্ নূরি ;

যারা মুমিন এবং নেক কাজ করে, তাদেরকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য । অন্ধকার হতে,

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

ওয়া মাঈ ইউ'মিম্ বিল্লা-হি ওয়া ইয়া'মাল্ স্বা-লিহ্বাঈ ইউদ্‌খিল্‌হু জান্না-তিন তাজ্‌রী মিন্ তাহ্বতিহাল্

যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং নেক কাজ করে, তাকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে, যার তলদেশে

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١٢﴾ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ

আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা~আবাদান ; ক্বাদ্ আহ্বসানাল্লা-হু লাহূ রিয্‌ক্বা- । ১২ । আল্লা-হুল্লাযী খালাক্বা সাব্'আ

নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে, আল্লাহ তাকে উৎকৃষ্ট খাদ্য দান করবেন । (১২) আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্ত

سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۖ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ

সামা-ওয়া-তিওঁ ওয়া মিনাল্ আর্‌দ্বি মিছ্‌লাহুন্না ; ইয়াতানায্‌যালুল্ আম্‌রু বাইনাহুন্না লিতা'লামূ~আন্নাল

আকাশ এবং অনুরূপ ভাবে, পৃথিবী ও তাদের (উভয়ের) মধ্যে তাঁর নির্দেশসমূহ (সিদ্ধান্ত) চলে আসে, যাতে তোমরা

اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ ع ২ ১৫ রুকু

লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীরুওঁ ওয়া আন্নাল্লা-হা ক্বাদ আহ্বা-ত্বা বিকুল্লি শাইয়িন 'ইল্‌মা- ।

বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহা ক্ষমতাবান এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর জ্ঞানে সব কিছুই বেষ্টন করে আছেন ।

০ টীকা (আঃ ১১) ঃ হাদীসে আছে, এক যমীনের উপর আর এক যমীন, এ প্রকারের সাতটি যমীন রয়েছে । এ সাতটি যমীন দৃষ্টিগোচর হওয়াও সম্ভব, না হওয়াও সম্ভব । হয়তো মানুষ তাদেরকে নক্ষত্র মনে করছে । যেমন মিররীখ নক্ষত্র সম্বন্ধে কেউ কেউ ধারণা করে যে, তাতে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ও বসতি রয়েছে । আর কোন কোন হাদীসে দেখা যায়, বাকি যমীনগুলো আমাদের এই যমীনের নিম্নে রয়েছে, তা কোন কোন অবস্থায় বটে । কেননা, উক্ত যমীনগুলো কোন কোন অবস্থায় এ যমীনের উপরেও হয়ে যায় । উক্ত যমীনেও যে আল্লাহর নির্দেশ নাযিল হয় বলে উল্লেখ দেখা যায়, তজ্জন্য উক্ত যমীনসমূহে শরীয়তের বিধিবদ্ধ প্রাণীসমূহের অবস্থান জরুরী নয় । কেননা, সৃষ্টি পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশ সর্ব প্রকারের বস্তুর উপরই হয়ে থাকে । (বঃ কোঃ)

সূরা তাহ্‌রীম
মাদানী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১২
রুকূ ঃ ২

① یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبۡتَغِیۡ مَرۡضَاتَ اَزۡوَاجِكَ ؕ

১। ইয়া~আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু লিমা তুহ্‌াররিমু মা~আহাল্লাল্লা-হু লাকা, তাব্‌তাগী মারদ্বা-তা আয্‌ওয়া-জ্বিকা ;

(১) হে নবী! আল্লাহ যা আপনার জন্য হালাল করেছেন, তা আপনি (নিজের জন্য) কেন হারাম করতেছেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনা করছেন?

وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ② قَدۡ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ اَیۡمَانِكُمۡ ۚ وَاللّٰهُ مَوۡلٰىكُمۡ ۚ وَهُوَ الۡعَلِیۡمُ

ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহীম। ২। ক্বাদ্ ফারাদ্বাল্লা-হু লাকুম তাহিল্লাতা আইমা-নিকুম ; ওয়াল্লা-হু মাওলা-কুম, ওয়া হুওয়াল 'আলীমুল

আল্লাহ ক্ষমাশীল অসীম দয়াবান। (২) আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের শপথ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার বিধান নির্ধারণ করেছেন; আল্লাহ তোমাদের বন্ধু এবং তিনিই

الۡحَكِیۡمُ ③ وَاِذۡ اَسَرَّ النَّبِیُّ اِلٰی بَعۡضِ اَزۡوَاجِهٖ حَدِیۡثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتۡ بِهٖ

হাকীম। ৩। ওয়া ইয্ আসাররান্ নাবিইয়্যু ইলা- বা'দ্বি আয্‌ওয়া-জ্বিহী হাদীছান, ফালাম্মা- নাব্বাআত্ বিহী

মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ। (৩) স্মরণ কর, যখন নবী তার কোন স্ত্রীকে একটি গোপন কথা বলেছিলেন। যখন সে গোপন কথাটিকে, (অন্য স্ত্রীর কাছে) জানিয়ে দিল,

وَاَظۡهَرَهُ اللّٰهُ عَلَیۡهِ عَرَّفَ بَعۡضَهٗ وَاَعۡرَضَ عَنۡۢ بَعۡضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتۡ

ওয়া আজ্‌হারাহুল্লা-হু 'আলাইহি 'আররাফা বা'দ্বাহূ ওয়া আ'রাদ্বা 'আম্ বা'দ্বিন, ফালাম্মা- নাব্বাআহা- বিহী ক্বা-লাত্

এবং আল্লাহ তার নবীকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন তখন তিনি এর কিছু জানালেন এবং কিছু এড়িয়ে গেলেন, যখন নবী তাঁর স্ত্রীকে জানালেন, তখন সে বলল, কে আপনাকে

مَنۡ اَنۡۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِیَ الۡعَلِیۡمُ الۡخَبِیۡرُ ④ اِنۡ تَتُوۡبَاۤ اِلَی اللّٰهِ فَقَدۡ صَغَتۡ

মান্ আম্বাআকা হা-যা- ; ক্বা-লা নাব্বাআনিয়াল্ 'আলীমুল্ খাবীর। ৪। ইন্ তাতূবা~ইলাল্লা-হি ফাক্বাদ্ স্বাগাত্

এ খবর দিল? নবী বললেন, আমাকে খবর দিয়েছেন তিনি, যিনি সব কিছু জানেন ও খবর রাখেন। (৪) তবে তোমরা উভয়ই আল্লাহর কাছে তওবা কর, যেহেতু তোমাদের

قُلُوۡبُكُمَا ۚ وَاِنۡ تَظٰهَرَا عَلَیۡهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوۡلٰىهُ وَجِبۡرِیۡلُ وَصَالِحُ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ۚ

ক্বুলূবুকুমা-, ওয়া ইন্ তাজা-হারা-'আলাইহি ফাইন্নাল্লা-হা হুওয়া মাওলা-হু ওয়া জ্বিব্‌রীলু ওয়া স্বা-লিহুল মু'মিনীনা,

অন্তর (ন্যায় থেকে অন্যদিকে) ঝুঁকে পড়েছে। আর যদি তোমরা নবীর ওপর অন্যায় আচরণ কর, তবে শুনে নাও, আল্লাহই তাঁর বন্ধু এবং জিব্রাঈল ও পুণ্যবান মুমিনগণও।

وَالۡمَلٰٓئِكَةُ بَعۡدَ ذٰلِكَ ظَهِیۡرٌ ⑤ عَسٰی رَبُّهٗۤ اِنۡ طَلَّقَكُنَّ اَنۡ یُّبۡدِلَهٗۤ اَزۡوَاجًا

ওয়ালমালা—ইকাতু বা'দা যা-লিকা জাহীর। ৫। 'আসা- রাব্বুহূ~ইন্ ত্বাল্লাক্বাকুন্না আঁই ইউবদিলাহূ~আয্‌ওয়া-জ্বান

এরপরেও ফেরেশতাগণ তার সাহায্যকারী। (৫) যদি নবী তোমাদের সবাইকে ছেড়ে দেন, তবে এখনি তাঁর প্রতিপালক, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ .... لم تحرم - রাসূলুল্লাহ (স) নিজের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছিলেন, সেটা কি ছিল? তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত যয়নবের (রা) কাছে কিছু সময় বেশি কাটাতেন ও মধু পান করতেন। হযরত হাফসা এবং হযরত আয়শা (রা) উভয়ই রাসূলুল্লাহকে (স) এ থেকে বিরত রাখার জন্য একটি পরিকল্পনা করেন। যার কাছেই হুযুর (স) তাশরীফ আনবেন। তিনিই একথা হুযূরকে (স) বলবেন যে, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মুখ হতে মাগাফিরের ঘ্রাণ আসে" (মাগাফির এক ধরনের সুঘ্রাণ যুক্ত ফুলের নাম)। অতএব পরিকল্পনা মাফিকই কাজ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "আমিতো যয়নবের ঘরে শুধু মধু পান করেছি। আমি এখন শপথ করছি যে, আমি আর তা পান করব না।" তবে এ ঘটনা তুমি কারও কাছে প্রকাশ করবে না। নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, নিষিদ্ধ কৃত বিষয়টি ছিল এক দাসী। যা রাসূলুল্লাহ (স) নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। (কুঃ কারীম)

خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ

খাইরাম্ মিনকুন্না মুস্‌লিমা-তিম্ মু'মিনা-তিন ক্বা-নিতা-তিন্ তা—ইবা-তিন 'আ-বিদা-তিন সা—ইহা-তিন ছাইয়্যিবা-তিওঁ

চেয়ে উত্তম স্ত্রী এনে দিবেন। যারা হবে ইসলামের পূর্ণ অনুসারী, বিশ্বাসী, আল্লাহর একান্ত অনুগত, তওবাকারী, ইবাদাতকারী, রোযা পালনকারী, (কতক) অকুমারী

وَّاَبْكَارًا ۝٥ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا

ওয়া আব্‌কা-রা-। ৬। ইয়া ~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ কূ~আন্‌ফুসাকুম ওয়া আহ্‌লীকুম না-রাওঁ ওয়া কুদুহান্

এবং কতক কুমারী। (৬) হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ও তোমার পরিবার-পরিজনদেরকে সে অগ্নি হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ

না-সু ওয়াল্ হিজ্বা-রাতু 'আলাইহা- মালা—ইকাতুন্ গিলা-জুন শিদা-দুল লা-ইয়া'স্‌য়ূনাল্লা-হা মা~আমারাহুম

মানুষ এবং পাথর। যেখানে (প্রহরীতে) নিযুক্ত রয়েছে, অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির ফেরেশতা, তারা আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করে না।

وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۭ اِنَّمَا

ওয়া ইয়াফ্'আলূনা মা-ইউ'মারূন। ৭। ইয়া ~আইয়্যুহাল্ লাযীনা কাফারূ লা-তা'তাযিরুল্ ইয়াওমা ; ইন্নামা-

বরং তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়, তারা তাই করে। (৭) হে কাফিরগণ! আজ তোমরা অক্ষমতা প্রকাশ কর না। আজ শুধু তোমাদেরকে

تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٧ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً ع ١٩

তুজ্‌যাওনা মা- কুন্‌তুম তা'মালূন। ৮। ইয়া ~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ তূবূ~ইলাল্লা-হি তাওবাতান্ রুকূ

তারই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে (৮) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে তওবা কর; আশা করা

نَّصُوْحًا ۭ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ

নাস্বূহান ; 'আসা- রাব্বুকুম আই ইউকাফ্‌ফিরা 'আন্‌কুম সাইয়্যিআ- তিকুম ওয়া ইউদ্‌খিলাকুম জান্না-তিন্ তাজ্‌রী

যায়, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গুনাহগুলো তোমাদের (আমল নামা) থেকে মিটিয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ

মিন্ তাহ্‌তিহাল আন্‌হা-রু ইয়াওমা লা- ইউখ্‌যিল্লা-হুন নাবিইয়্যা ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ, নূরুহুম

নহরসমূহ প্রবাহিত। যে দিন আল্লাহ্ অপমানিত করবেন না নবীকে এবং তার অনুসারী মুমিনগণকে। (সেদিন) তাদের (ঈমানী) নূর তাদের সামনে এবং তাদের

يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ

ইয়াস্'আ- বাইনা আইদীহিম ওয়া বিআইমা-নিহিম ইয়াকূলূনা রাব্বানা~আতমিম লানা- নূরানা- ওয়াগ্‌ফিরলানা-,

ডান দিকে দ্রুতগতিতে চলতে থাকবে (এবং) তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ণ (স্থায়ী) করে দিন আমাদের এ নূরকে এবং আমাদেরকে মাফ করুন,

○ টীকা (আঃ ৬) ঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় ঃ এক ব্যক্তির দায়িত্ব মাত্র নিজেকেই আল্লাহ তায়ালার শাস্তি থেকে রক্ষার চেষ্টা করা পর্যন্ত সীমিত নয়, বরং পরিবারের কর্তৃত্বভার তার উপর অর্পণ করা হয়েছে। নিজের সাধ্যমত তাদের শরীয়তের শিক্ষা-দীক্ষা দান করাও তার দায়িত্ব, যাতে তারা আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে এবং যদি তারা জাহান্নামের পথে চলে তবে যথাসাধ্য তাদেরকে সে রাস্তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা। 'জাহান্নামের ইন্ধন হবে পাথর' অর্থাৎ পাথরের কয়লা সম্ভবতঃ।

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ

ইন্নাকা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ৯। ইয়া~আইয়্যুহান্ নাবিইয়্যু জা-হিদিল্ কুফ্ফা-রা ওয়াল মুনা-ফিক্বীনা ওয়াগ্লুজ্

নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (৯) হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করুন। এবং তাদের

عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

'আলাইহিম ; ওয়া মা'ওয়া-হুম জাহান্নামু ; ওয়া বি'সাল্ মাস্বীর। ১০। দ্বারাবাল্লা-হু মাছালাল্ লিল্লাযীনা কাফারুম্

ওপর কঠিনভাবে চড়াও হন, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং সে ঠিকানা খুবই নিকৃষ্ট। (১০) আল্লাহ কাফিরদের জন্য উদাহরণ

امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ

রাআতা নূহিওঁ ওয়ামরাআতা লূত্বিন ; কা-নাতা- তাহ্তা 'আব্দাইনি মিন্ 'ইবা-দিনা- স্বা-লিহাইনি

পেশ করেছেন, নূহ এবং লূতের স্ত্রীর। এরা দুজনই আমার বান্দাগণের মধ্য হতে দুজন নেককার বান্দার ঘরেই ছিল। তারা উভয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে,

فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴿١١﴾

ফাখা-নাতা-হুমা- ফালাম ইউগ্নিয়া- 'আন্হুমা- মিনাল্লা-হি শাইআওঁ ওয়া ক্বীলাদ্ খুলান্ না-রা মা'আদ্ দা-খিলীন।

অতঃপর সে দুজন (নেক বান্দা) তাদের (স্ত্রীদের) আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষার ব্যাপারে কোনই উপকার করতে পারেনি এবং তাদেরকে বলা হল, তোমরা উভয়ই জাহান্নামে প্রবেশ কর (জাহান্নামে) প্রবেশকারীদের সাথে।

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ۘ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ

১১। ওয়া দ্বারাবাল্লা-হু মাছালাল্ লিল্লাযীনা আ-মানুম্ রাআতা ফির'আওনা। ইয্ ক্বা-লাত্ রাব্বিব্নি

(১১) আল্লাহ মুমিনগণের জন্য ফিরআউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেছেন। যখন সে (আল্লাহর দরবারে আরয করে) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক!

لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ

লী 'ইন্দাকা বাইতান্ ফিল্ জান্নাতি ওয়া নাজ্জিনী মিন্ ফির্'আওনা ওয়া 'আমালিহী ওয়া নাজ্জিনী মিনাল্

আমার জন্য তোমার নিকটে জান্নাতের মধ্যে একখানা গৃহের ব্যবস্থা কর এবং আমাকে রক্ষা কর ফিরআউন এবং তার কু-কর্ম হতে এবং আমাকে রক্ষা কর

الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٢﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا

ক্বাওমিজ্ জা-লিমীন। ১২। ওয়া মারইয়ামাব্ নাতা 'ইম্রা-নাল্লাতী~আহ্স্বানাত্ ফার্জ্বাহা- ফানাফাখ্না-

পাপিষ্ঠ সম্প্রদায় থেকে। (১২) আরও উদাহরণ পেশ করছেন ইমরান কন্যা মরিয়মের, যে তার সতীত্বকে হেফাজত করেছিলেন। অতঃপর আমি তার মধ্যে

فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴿١٢﴾

ফীহি মির্ রূহিনা-ওয়া স্বাদ্দাক্বাত বিকালিমা-তি রাব্বিহা- ওয়া কুতুবিহী ওয়া কা-নাত্ মিনাল্ ক্বা-নিতীন।

আমার তরফ থেকে রূহ্ (প্রাণ) ফুঁকে দিলাম। সে তার প্রতিপালকের বাণী এবং তার কিতাবসমূহ সত্যায়িত করে এবং সে ছিল (আল্লাহর) অনুগতদের একজন।

O টীকা (আঃ ১০) ঃ এ আয়াতগুলো পূর্বোক্ত قوا انفسكم واهليكم نارا আয়াতটির সাথে সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে স্ত্রীদের মনে ত্রিবিধ সন্দেহ হতে পারে। (ক) আমরা যদি নেক্কার না-ও হই, তবুও পুণ্যবান স্বামীর নেকীর ফলে আমরা পরলোকে পরিত্রাণ পাব। (খ) পাপী লোকের নেক্কার স্ত্রীগণ সন্দেহ করতে পারে, আমরা নেক কাজ করলে কি হবে, পাপী স্বামীর কারণে আমাদের পারলৌকিক পরিত্রাণ ব্যাহত হতে পারে। (গ) কুমারী স্ত্রীলোক মনে করতে পারে, আমাদের তো স্বামীই নেই। অতএব, আমাদের সংশোধনের পথ বন্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা লূত (আ) ও নূহ (আ)-এর স্ত্রীগণের উল্লেখ দ্বারা প্রথম সন্দেহ, ফেরআউনের স্ত্রীর উল্লেখ দ্বারা দ্বিতীয় সন্দেহ এবং মারইয়ামের উল্লেখ দ্বারা তৃতীয় সন্দেহ দূর করলেন। (বঃ কোঃ)

সূরা মুলক
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩০
রুকূ ঃ ৩

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۝١ الَّذِيْ خَلَقَ

১। তাবা-রাকাল্লাযী বিয়াদিহিল্ মুল্‌কু, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীরু। ২। নিল্লাযী খালাক্বাল্
(১) তিনি (আল্লাহ) অতি সু-মহান, যাঁর (একক) নিয়ন্ত্রণে চলছে বাদশাহী, তিনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (২) যিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন,

الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝٢ الَّذِيْ

মাওতা ওয়াল্ হায়া-তা লিইয়াবলুওয়াকুম আইয়্যুকুম আহ্‌সানু 'আমালান্ ; ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল্ গাফূর। ৩। আল্লাযী
মৃত্যু এবং জীবন, তোমাদের মধ্যে কে নেক কাজ করে, তা পরীক্ষা করার জন্য। তিনি মহা প্রতাপশালী, ক্ষমাশীল। (৩) তিনি

خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ

খালাক্বা সাব্'আ সামা-ওয়া-তিন্ ত্বিবা-ক্বান; মা- তারা- ফী খাল্‌ক্বির রাহ্‌মা-নি মিন্ তাফা-উতিন ; ফারজ্বি'ইল্
সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে। তুমি করুণাময় (আল্লাহ)-এর সৃষ্টির মাঝে কোন অব্যবস্থাপনা দেখতে পাবে না, পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তোমার

الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝٣ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ

বাস্বারা হাল্ তারা- মিন্ ফুতূর। ৪। ছুম্মার্ জ্বি'ইল্ বাস্বারা কাররাতাইনি ইয়ানক্বালিব্ ইলাইকাল্ বাস্বারু
দৃষ্টিতে কি কোন ত্রুটি ধরা পড়ে? (৪) অতঃপর তুমি বারবার (তোমার) দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তোমার সে দৃষ্টি নীচ

خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝٤ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاۗءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا

খা-সিআওঁ ওয়া হুওয়া হ্বাসীর। ৫। ওয়া লাক্বাদ্ যাইয়্যান্না সামা—আদ্ দুন্‌ইয়া- বিমাস্বা-বীহ্ ওয়া জ্বা'আল্না-হা- রুজূমাল্
ও দুর্বল হয়ে তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (৫) আমি পৃথিবীর (নিকটতম) আকাশকে সৌন্দর্যময়, করেছি প্রদীপমালা (তারকাসমূহ) দ্বারা এবং তা বানিয়েছি

لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝٥ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ

লিশ্ শায়া-ত্বীনি ওয়া আ'তাদ্না- লাহুম 'আযা-বাস্ সা'ঈর। ৬। ওয়া লিল্লাযীনা কাফারূ বিরাব্বিহিম 'আযা-বু
শয়তানগুলোকে আঘাত করার মাধ্যম এবং তাদের জন্য আমি শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৬) যারা কুফরী করে তাদের প্রতিপালকের সাথে, তাদের জন্যও রয়েছে

جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٦ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۝٧ تَكَادُ

জ্বাহান্নামা ; ওয়া বি'সাল্ মাস্বীর। ৭। ইযা ~উল্‌ক্বূ ফীহা- সামি'উ লাহা- শাহীক্বাওঁ ওয়া হিয়া তাফূর। ৮। তাকা-দু
জাহান্নামের শাস্তি, সেটা খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা। (৭) যখন তাদেরকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা জাহান্নামের আওয়াজ শোনবে, আর তা হবে উচ্ছলিত। (৮) মনে

✪ **সূরা মুলকের ফজীলত ঃ** এ সূরাটির ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় ফযীলত বর্ণনা করা হল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহর কিতাবে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে। সে সূরাটির সুপারিশে আল্লাহ গুনাহ মাফ করবেন। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত, কুরআন মাজীদে এমন একটি সূরা আছে, যে সূরাটি তার পাঠকারীর পক্ষে লড়বে, শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করায়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে শোয়ার পূর্বে, সূরা আলিফ লাম মীম, আস-সাজদাহ এবং সূরা মুলক পাঠ করতেন। (কুঃ কারীম) ✪ **বিশ্লেষণ (আঃ ৫) ঃ** رجوما للشياطين - এখানে তারকা দ্বারা দুটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত- আকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যা (তারকা) প্রদীপের মত আলো বিতরণ করে। দ্বিতীয়ত- শয়তান যদি আকাশের দিকে ওঠার চেষ্টা করে তখন এ তারকা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ হয়ে তাদের উপর পতিত হয়। (কুঃ কারীম)